www.banglainternet.com
represents

Songshai o Bivaratir Berajale Munajat

Akramuzzaman bin Abdus Salam

BENGALI

সংশয় ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সউদী আরব

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ভূমিকা

সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর

ছলাত ও সালাম অবতীর্ণ হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তার পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ ও কিয়ামত পর্যন্ত সকল অনুসারীদের প্রতি।

অতঃপর, মুনাজাত বা ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশসহ ভারতবর্ষে বেশ কিছু বছর যাবৎ খুব তোলপাড় চলছে, এমন কি এ বিষয়ে অনেক বাহাছ মুনাযারাহও হচ্ছে।

এ বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের বই পুস্তক ও লিফলেট লিখে বিতরণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে ঝড়া ফাসাদ এমন কি মারপিট হয়ে যাচ্ছে এবং মসজিদ ও জামাআত ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে উভয় পক্ষের কম বেশী বাড়াবাড়ি দেখা যায়। কেউ বলছে, ছলাতের পর সহ সর্বাবস্থায় সম্মিলিত ভাবে দু'আ করা যাবে। আবার কেউ বলছে ইসতিসকা ব্যতীত কোথাও সম্মিলিতভাবে কিংবা একাকীভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করা যাবে না। মূলতঃ উভয় পক্ষই প্রকৃত হক্ক পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। হক রয়েছে উভয় দলের মাঝামাঝিতে।

ছলাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমাম মুক্তাদির দু'আ করা ; এটি নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছিল না, এমনকি ছহাবী তাবেঈদের যুগেও এর ছহীহ ছনদভিত্তিক কোন প্রমাণ মিলে না। কিন্তু ছলাতের পর ব্যতীত বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় হাত উঠিয়ে বা না উঠিয়ে শর্ত সাপেক্ষে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা নযীর সালাফদের থেকে পাওয়া যায়। এ ধরনের শর্তাবলী এবং সময় ও অবস্থার ব্যাখ্যা বিষদভাবে করা হয়েছে। বই এর প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচ্য বিষয়ের মুল বক্তব্য তুলে ধরছি অতঃপর এ বিষয়ে হক বুঝার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সংশয় এবং যুক্তি ও দলীল প্রমাণের ইলমী খণ্ডন করেছি। আশাকরি যে ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ বিবেক নিয়ে বইখানা পড়বে সে বিতর্কিত বিষয়ে হক পেয়ে যাবে ; ইনশাআল্লাহ। হক উদ্ঘাটনের চেষ্টায় কোন ত্রুটি করিনি এর পরও মানব প্রকৃতির দাবী অনুযায়ী কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। ইলমী গবেষণায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়লে দলীল প্রমাণ সহ সংশোধনী পাঠানোর সাদর আহ্বান রইল। আল্লাহ এই পুস্তকের মাধ্যমে মুসলিম জনগণ ও আলিম উলামাদের উপকৃত করুন–আমীন॥ এবং একে আমার নাযাতের অসীলাহ হিসেবে কবূল করুন–আমীন॥

বিনীত

লেখক

মুনাজাত সমাধান .....
হাত উঠিয়ে ও না উঠিয়ে দু'আ করার কিছু অবস্থা ও পদ্ধতি ঃ 05
কতিপয় শংসয় নিরসন 07
প্রথম সংশয় ঃ (মুনাজাত নামকরণের সংশয়) 07
দ্বিতীয় সংশয় ঃ খিয়ানতের সংশয় 11
তৃতীয় সংশয় ঃ ঈদের মাঠে ঋতুবতী মহিলাদের দু'আয় উপস্থিত হওয়ার হাদীছ 14
চতুর্থ সংশয় ঃ হালকায়ে যিকরের হাদীছ সমূহের সংশয় ঃ 20
পঞ্চম সংশয় ঃ কুরআন হাদীছের বিভিন্ন দু'আয় বহু বচনের শব্দাবলীর সংশয় 30
ষষ্ঠ সংশয় ঃ ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ সাব্যস্ত করার জন্য প্রকৌশলী বিন্যাস প্রক্রিয়া 32
সপ্তম সংশয় ঃ ইসতিসকা ও দু'আয়ে কুনূতের সংশয় 35
অষ্টম সংশয় ঃ হয়তবা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছলাতের পর ছাহাবাদেরকে নিয়ে দলবদ্ধভাবে দু'আ করেছেন কিন্তু বর্ণনা করতে ছাড়া পড়ে গেছে 36
নবম সংশয় ঃ নিষেধতো করেননি 39
দশম সংশয় ঃ যঈফ হাদীসের সংশয় 51
একাদশতম সংশয় ঃ ফাতাওয়া নাযিরিয়ার সংশয় 54
দ্বাদশতম সংশয় ঃ ইবনু তাইমিয়াহ ও ইবনু কায়ইম (রহঃ)-এর ফাতাওয়া নিয়ে সংশয় 56
দৃষ্টি আকর্ষণ 60
ত্রয়োদশতম সংশয় ঃ আবেদন ক্রমে ছলাতের পর সম্মিলিত দুআ ও কোন ওয়াক্তে এ পদ্ধতিতে দুআ করা ও কোন ওয়াক্তে ছাড়া 61
চতুর্দশতম সংশয় ঃ সংখ্যাগরিষ্টতার সংশয় 62
পঞ্চদশতম সংশয় ঃ ত্রিশ হাদীসের সংশয় 67
একটি প্রশ্নের জওয়াব 68
লেখকের অন্যান্য বই 75
আরবী মুকাদ্দমা 78

بسم الله الرحمن الرحيم

হাত উঠিয়ে ও না উঠিয়ে দু'আ করার কিছু অবস্থা ও পদ্ধতি ঃ

১। সাধারণভাবে দু'আ করার ফযীলত ও নির্দেশের ব্যাপারে কুরআন হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে।

২। অবস্থা ও সময় অনুল্লিখিতভাবে সাধারণ ভঙ্গিতে একাকী হাত উঠিয়ে দু'আ করা। এ ব্যাপারেও অনেক দলীল রয়েছে।

৩। অবস্থা ও সময় উল্লিখিতভাবে একাকী হাত উঠিয়ে দুআ করা এ বিষয়েও বেশ কিছু সহীহ ও দুর্বল হাদীস রয়েছে আছে।

৪। অবস্থা ও সময় উল্লিখিতভাবে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করা। এটা বিশেষ বিশেষ কিছু অবস্থা ও ক্ষেত্রে শরীয়ত সমর্থিত যেমন ইস্‌তিসক্বার জন্য দু'আ কালে এবং কুনূত নাযিলাহর দু'আয়। ছহীহ্ মারফু' হাদীছ দ্বারা এ দু'ই ক্ষেত্রে নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম) থেকে হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে দু'আর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫। সময় ও অবস্থা অনুল্লিখিতভাবে সম্মিলিত দুআ করা। এ বিষয়ে কিছু হাদীস ও আছার পাওয়া যায়। ঐ সকল বর্ণনা কোন ক্ষেত্রে আমলযোগ্য হলেও ফরয ছলাতের সালাম ফিরার পরের জন্য সংযুক্ত করার অবকাশ বা সুযোগ নেই। কেন নেই তার কারণ সামনে আসছে।

৬। ছলাতের পর সাধারণভাবে দু'আ করা– এর নির্দেশ ও ফযীলতের উপর অনেক দলীল রয়েছে।

৭। ছলাতের পর একাকীভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করা। এ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীছ রয়েছে যার সবগুলোই দুর্বল অথবা জাল। সুতরাং এ সকল হাদীছ আমলযোগ্য নয়। আমল যোগ্য ধরে নিলেও সেগুলো দ্বারা সম্মিলিতভাবে দু'আ করা ঘুর্ণাক্ষরেও প্রমাণিত হয় না।

বিঃ দ্রঃ সলাতের পর প্রচলিত নিয়মে দু'আর সমর্থক আলেমগণ কুরআন হাদীস থেকে যত দলীলই পেশ করে থাকেন না কেন ঐ সমস্ত দলীল উপরোক্ত সাত অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন ক্রমেই তাদের দলীল অষ্টম অবস্থার আওতায় পড়বে না।

৮। ছলাতের পর প্রচলিত নিয়মে হাত উঠিয়ে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'আ করা। এ ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ, যঈফ, জাল-বানোয়াট কোন হাদীছই নেই। পৃথিবীর কোন আলিম এ বিষয়ে নিজের বানানো ছাড়া কোন হাদীছ দেখাতে পারবে না। হ্যাঁ তবে বিদায়াহ নিহায়াহ্ (ইতিহাস ও চরিতগ্রন্থে) আলা ইবনুল হাযরামী থেকে একটি ঘটনা পাওয়া যায় যার ভিতরে এসেছে.....

১। এ ঘটনার বর্ণনা সুত্র বা সনদই নাই –যার মাধ্যমে সত্যাসত্য জানা

যাবে।

বড় দুঃখজনক বিষয় এই যে, আহলে হাদীছদের উল্লেখযোগ্য ও সনামধন্য একজন আলিম মুহতারাম আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নাদিয়াভী সাহেব এ ঘটনার সনদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বিনা তাহকীকে বলেছেন ঃ "অতি বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত" কিতাবুদ দু'আ পৃঃ ৭৭, রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত পুস্তকে বলেছেন ঃ "অতি উত্তম সনদে প্রমাণিত" পৃষ্ঠা ২০১। কিভাবে উক্ত কিচ্ছা সম্পর্কে এমন মন্তব্য করলেন আমার বুঝেই আসে না। আমি একাধিক সংস্করণ ও প্রকাশনীর বিদায়া নিহায়াহ দেখেছি। কোথাও এই কিচ্ছার সনদ বা সূত্র পাইনি। যেখানে সনদই নেই সেখানে অতি বিশ্বস্ত ও অতি উত্তম সনদের দাবী করা মহা অন্যায় এতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য তিনি পরবর্তীতে নিজেই ঘটনাটি তাহক্বীক করতে যেয়ে নিজের ভুল নিজেই ধরতে পেরেছেন এবং জুমু'আর দুই আযান ও মুনাজাত পুস্তিকার ১৬ পৃষ্ঠায় স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলেছেন ঃ

"ফরয নামায পর সমবেতভাবে হাত তুলে দু'আ করা আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতেও প্রমাণিত নয়। একমাত্র সাহাবী আলা ইবনুল হাযরামীর (রাঃ) মাত্র একদিনকার ঐতিহাসিক ঘটনা সনদবিহীন রূপে উল্লেখ রয়েছে।"

২। এ ঘটনায় বর্ণিত কারণ, অবস্থা, ক্ষেত্র ও পদ্ধতি অনুযায়ী কেউ সম্মিলিত দু'আ করেনা। এবং এর সুযোগ ও ক্ষেত্র স্বাভাবিক নয়। অতএব, ছলাতের পর প্রচলিত পদ্ধতিতে তথাকথিত সম্মিলিত মুনাজাত বা দু'আর উক্ত ঘটনার সাথে আদৌ মিল নেই।

৩। ঘটনাটির বিষয়বস্তু বিভিন্ন ছহীহ্ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় মিথ্যা ও জাল হওয়ায় যুক্তিযুক্ত।

প্রায় প্রতিটি হাদীছ গ্রন্থে ছলাতের পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকরের অধ্যায় রয়েছে সেই অধ্যায়গুলিতে ছলাতের পর কি কি দু'আ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠ করতেন, ও করতে বলতেন তা পাওয়া যায়। ঐ দু'আ গুলিই সকল মুছল্লির পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। এই দু'আগুলো পাঠ করতে প্রায় দশ/বিশ মিনিট সময় লেগে যাবে।

ফরয ছালাতান্তে পঠিতব্য দু'আ ও যিক্‌রগুলো একাকী পড়তে হবে, দলবদ্ধ ভাবে নয়। কারণ হাদীছে এ ক্ষেত্রে পঠিতব্য দু'আগুলো প্রায় সবই এক বচনের শব্দে এসেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারত বর্ষের প্রায় সকল

মুসলিমজনগণ (আলিম ও জনসাধারণ) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক ছলাতের পর পঠিতব্য দু'আর তালিকাটি আংশিক বা সামগ্রিকভাবে বাদ দিয়ে নিজেরাই বিভিন্ন দু'আ নির্বাচন ও সংযুক্ত করেছে। এর সাথে আরো যোগ করেছে দলবদ্ধ ও সম্মিলিত রূপ। ফলে ছলাতের পরে দু'আর নামে সম্মিলিত মুনাজাতটি দুই তিন দিক থেকে বিদ'আত বলে সাব্যস্ত। যার মাধ্যমে অনেক সুন্নাত উৎখাত হয়েছে*। আল্লাহ সকলকে এ বিদআত বর্জন করার তাওফীক দান করুন।

কতিপয় শংসয় নিরসন

প্রথম সংশয় ঃ (মুনাজাত নামকরণের সংশয়)

ছলাতের পর প্রচলিত সম্মিলিত দু'আকে এর সমর্থক আলিম ও জাহিলগণ মুনাজাত বলে থাকে। নাম করণের দিক থেকেও এ কাজটি বিদ'আত। কারণ মুনাজাত বলা হয় দুই বা ততোধিক জনের এমন গোপন কথোপকথনকে যা অন্য আর কেউ শুনবে না ও জানবে না। আরবী সর্ববৃহৎ অভিধান লিসানুল আরাবে ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم তিনজনে গোপন পরামর্শ

---

* প্রথমতঃ যে সুন্নাতটি উঠেছে সেটা হলো এই যে, ফরয ছলাতের পর যে নির্দিষ্ট কিছু দু'আ ও যিকর রয়েছে এটার জ্ঞানই অধিকাংশ লোকের নেই। যার জন্য ওগুলো কণ্ঠস্থ করার তাদের সুযোগ হয়নি। ঐ সকল দু'আ ও যিক্‌র সম্বলিত হাদীছগুলো পড়ার ও শোনার অবকাশ হয়নি বা নেই।

প্রথা, দলীয় মনোভাব ও প্রচলিত নীতিকামীদের জন্য নয় বরং জান্নাতকামী নিরপেক্ষ ভাইদের জন্য বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে এ সকল দু'আ প্রাপ্তির জন্য হাওয়ালা দেয়া হলো ঃ বুখারী কিতাবুল আযান, বাবুয্‌যিকরি বা'দাছ ছালাত ১১/১৩৬ পৃঃ, মুসলিম–কিতাবুছ ছালাত বাবুয যিকর বা'দাছ ছলাত ৫/৮৩ ইস্তিহবাবুয যিক্‌র বাদাছ ছালাত ওয়া ছিফাতুহু, ৫/৮৯-৯৫ আবূ দাউদ–কিতাবুছ ছালাত, বাবু মা ইয়াকূলুর রাজুলু ইযা সাল্লামা ২/১৭২–১৭৭

(নাসা- বাবুত তাকবীর বা'দাত্ তাসলীম থেকে বাবু আক্বদিত্তাসবীহ ৩/৬৭/৭৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, বাবুল ইসতিআযাহ মিনাল ফাক্বর ৮/২৬২, বাবুল ফিতনাতিদ্ দুনইয়া ৮/২৬৬, তিরমিযী-বাবু মা ইয়াকুলু ইযা সাল্লামা ২/৯৫-৯৮ পৃষ্ঠা, বাবু মাজা-আ ফিল মুআউবিযাতাইনি ৫/১৫৭। ইবনু মাজা- বাবু মা-ইয়াকুলু ইযা সাল্লামাহ ১/২৯৮-৩০০। যাদুল মা'আদ ১/২৯৫-৩০৫ পৃষ্ঠা।

(কথোপকথন) হলে সেখানে আল্লাহ চতুর্থজন থাকেনঃ এ আয়াতে نجوى শব্দের অর্থ লিখতে যেয়ে বলেছেন। ناجى الرجل مناجاة ونجاء ساره وانتجى القوم وتناجواتساروا ١٤/٦٤ লোকটির সাথে মুনাজাত করেছে অর্থাৎ তার সাথে চুপিসারে কথা বলেছে, এক সমষ্টি লোক মুনাজাত করেছে অর্থাৎ তারা আপসে চুপিসারে কথা বলেছে। মুনাজাত مناجاة শব্দের উৎপত্তি نجو নাজউন্-এর অর্থ উক্ত অভিধানে এসেছে النجوا السربين اثنين আন্নাজউ অর্থ দুজনের মাঝের গোপন ভেদ। দেখুন লিসানুল আরাব খণ্ড ১৪ পৃঃ ৬৪, আলক্বামূসুল মুহীত্ব, চতুর্থ খণ্ড ৩৯৬ পৃঃ।

এ অর্থেই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ হাদীছও এসেছে ঃ

ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث» متفق عليه

রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আ লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– কোথাও তিনজন এক সাথে থাকলে যেন একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে মুনাজাত (গোপনে কথোপকথন) না করে। বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস ছালিহীন ৬০৫।

অতএব ইমাম মুক্তাদী মিলে ছলাতের পর বা মাইয়েত দাফনের পর বা বক্তা ও শ্রোতা মিলে বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর উচ্চ শব্দে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা এটা নামকরণের দিক থেকে বিদআত ও মূর্খতা। এই মূর্খতায় আমাদের দেশের বড় ছোট আলিম ও বক্তা প্রায় সকলে নিমজ্জিত। (লা-হাওলা অলা-কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

অনেক আবেগপ্রবণ ও হাদীছ বুঝায় অপরিপক্ক ব্যক্তি বুখারী ও মুসলিমের এই বর্ণনাটি দেখে ধোঁকায় পড়তে পারেন যে, এতে ছলাতের পর জোরে মুনাজাতের কথা আছে ঃ ইবনু আব্বাস তার কৃতদাস আবূ মা'বাদকে সংবাদ দিয়েছেন এই বলে যে ঃ

ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم» متفق عليه

নবীর যুগে ফরয ছলাতের পর লোকদের উচ্চৈঃস্বরে যিকর করার নিয়ম বিদ্যমান ছিল। বুখারী ফাত্হ্ সহ ২/৩৭৮ পৃঃ হাঃ ৮৪১, মুসলিম ৫/৮৪ পৃঃ

প্রথমতঃ এ হাদীছে মুনাজাত শব্দই উল্লেখ হয়নি, না স্পষ্ট ভাষায়, না ইশারা ইঙ্গিতে। এ হাদীছের ভাষা থেকে বুঝা যায় এটা আম দু'আ নয় বরং যিকর এবং যিকরের শব্দাবলীর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটি শব্দ, তা হলো তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার ধ্বনি, যেমনটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর অন্য একটি বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كنت اعرف انقضاء صلاة النبي صلي الله عليه وسلم بالتكبير » (متفق عليه)

আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছলাত সমাপ্ত হওয়া বুঝতে পারতাম তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার ধ্বনি দ্বারা। বুখারী হাঃ ৮৪২ মুসলিম ৫/৮৩

দ্বিতীয়তঃ ইমাম নববী এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

إن اصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على انه جهر وقتا يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما ، قال فاختار للامام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا ان يكون إمام يريد ان يتعلم منه فيجهر حتى يعلم انه قد تعلم منه ثم يسر» شرح النووي ٥/٨٤

অনুসরণীয় মাযহাবের ধারক ও অন্যান্য সকল আলিম ও মুহাদ্দিছগণ এ বিষয়ে একমত যে, ছলাতের পর যিকর ও তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা পছন্দনীয় নয়। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এ হাদীছকে সামান্য সময়ের জন্য বলে ব্যবহার করেছেন। এর ভিতর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে যিকর শিক্ষা দিতেন, এমন নয় যে, তারা সর্বদা প্রকাশ্য স্বরে যিকর করতেন। তিনি বলেন, আমি ইমাম ও মুক্তাদির জন্য ভাল মনে করি ফরয ছলাতের পর গোপন স্বরে যিকর করা। হাঁ তবে যদি ইমামের উদ্দেশ্য মানুষদের যিকরগুলো শিখানো হয় তবে উচ্চস্বরে পাঠ করতে পারে। যখন তিনি জানতে পারবেন যে,

শিখানো হয়ে গিয়েছে তখন থেকে গোপনে পাঠ করবে। ৫/৮৪

ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন ঃ

المختار : أن الإمام والماموم يخفيان الذكر إلا ان احتيج إلى التعليم

উত্তম কথা হলো এই যে, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে গোপন স্বরে যিকর করবে তবে যদি শিখানোর প্রয়োজন হয় সে বিষয় ভিন্ন। (ফতহুল বারী ২/২৭৯) উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে পারা যাবে হাদীছের শব্দগুলোর প্রতি গবেষণামূলক দৃষ্টিপাত করলে ঃ

১। كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এমনটি ছিল অর্থাৎ যখন তিনি শিখাতেন। শিখানোর ফলে ব্যাপকভাবে পরম্পরাগতভাবে সবাই শিখে যাওয়ার কারণে উচ্চৈঃস্বরে আর পাঠ করা হয় না। ইবনু হাজার (রহঃ) এমনটিই বুঝেছেন। তিনি বলেন ঃ

وفي السياق اشعار بان الصحابة لم يكونوايرفعو ن أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال ٢/٢٧٩

বাকভঙ্গি এটাই অবহিত করে যে, ইবনু আব্বাসের উক্ত উক্তি করার সময় ছাহাবাগণ উচু কণ্ঠে যিকর করতেন না। (ফাতহুল বারী ২/২৭৯ পৃঃ)

২। انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير ইবুন আব্বাস নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকবীর শুনে ছলাত সমাপ্ত হওয়া বুঝতেন। অত্র হাদীছে শুধু নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক কণ্ঠ উচু করার কথা পাওয়া যায়, সমস্ত মুক্তাদীর নয়। এথেকেই বুঝা যায়, শিখানোর জন্য শুধু নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিকরগুলো প্রকাশ্য স্বরে পাঠ করতেন।

তৃতীয়তঃ ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ মুনাজাত নাম করণের দিক থেকে এই জন্য বিদআত যে, ছলাতের ভিতরের দু'আ ও যিকরের মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর মাঝে যে সম্পর্ক হয় এটাকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুনাজাত বলেছেন বা এ দৃষ্টিকোণ থেকে ছলাতই মুনাজাত।

ছলাতই মুনাজাত-তার দলীল

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

« إن احدكم إذا قام في صلا ته فإنه يناجي ربه » رواه البخاري ، رقمه : ٤٠٥، ٤١٣، ٤١٦، ٤١٧

নিশ্চয় তোমাদের কেউ যখন ছলাতে দণ্ডায়মান হয় তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মুনাজাতে লিপ্ত হয়। (বুখারী হাঃ নং ৪০৫, পৃঃ ৬০৫, হাঃ নং ৪১৩ পৃঃ ৬০৯, হাঃ ৪১৬ পৃঃ ৬১০, হাঃ ৪১৭ পৃঃ ৬১১)

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ছলাতের ভিতরে মুনাজাত অথচ অধিকাংশ আলিম ও সাধারণ লোক ছলাতের পর মুনাজাত করার জন্য ব্যস্ত। বরং সাধারণ সমাজ এবং এদের সাথে অনেক মৌলভীরাও ছলাতের সময়, এরপর ছাড়া মুনাজাত নাই বলেই জানে।

দ্বিতীয় সংশয় ঃ খিয়ানতের সংশয়

এ হাদীছ নিয়ে ধোঁকা খেয়ে থাকেন ঃ

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم» (رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة مع اختلاف يسير في الالفاظ)

ছাওবান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– যে বান্দা ইমামতি করে সে যেন মুক্তাদীদেরকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য খাছভাবে দু'আ না করে, যদি এমন করে তবে সে তাদের খিয়ানত করলো। হাদীছটি আবূ দাউদ (হাঃ ৯০, ৯১;) তিরমিযী (হাঃ ৩৫৭) ও ইবনু মাজাহ (হাঃ ৯২৩) বর্ণনা করেছেন।

প্রথম নিরসন ঃ হাদীছটি দু কারণে যঈফ, সনদ ও মতনে اضطراب বিক্ষিপ্ততা এবং এর সনদের মধ্যে মাজহুল (পরিচয় অজ্ঞাত) রাবী রয়েছে। দেখুন যঈফ ইবনু মাজাহ হাঃ নং ১৯৫, যঈফ আবূ দাউদ হাঃ ১৫, ১৬ যঈফ তিরমিযী হাঃ ৫৫, যাঈফুল জামি' আছছগীর হাঃ ২৫৬৫ মিশকাত, তাহকীকুল আলবানী হাঃ ১০৭০।

উপরোক্ত দোষের সাথে ছলাতাভ্যন্তরে এক বচন সম্বলিত দু'আ পাঠের বহু ছহীহ হাদীছ যেমন اللهم باعدبيني। আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ইত্যাদির বিপরীত হওয়ায় উপরোক্ত হাদীছকে ইবনু খুযাইমাহ (রহঃ) তার ছহীহ ইবনু খুযাইমাহতে মাওযূ' জাল হাদীছ বলেও ঘোষণা দিয়েছেন এবং ইবনুল কাইয়িম যাদুল মা'আদে একথা সমর্থন করেছেন। দেখুন যাদুল মাআদ ১/২৬৪।

প্রত্যেক জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন আলিম উক্ত হাদীছটিকে ছলাতের ভিতরের দু'আর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। কেউই একে ছলাতের পরের দু'আর জন্য ব্যবহার করেননি। দেখুন ইমাম শাত্বী প্রণীত আল ই'তিছাম দ্বিতীয় খণ্ড ৭ পৃঃ। কারণ ইমাম নিজের জন্য খাছ করে দু'আ করার মাধ্যমে মুক্তাদীদের খিয়ানতকারী তো কেবল ঐ সময়ের ভিতর হবেন যখন তারা তার আমানতে (দায়িত্বে) থাকবে। আর এসময়টা হচ্ছে তাকবীর তাহরীমাহ থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত। সালাম ফিরানোর পর প্রত্যেকেই স্বাধীন। (তিরমিযি হাঃ নং ৩ পৃ১/৮)। অথচ এ হাদীছটিকে মুনাজাতপন্থী আবেগপ্রবণ বহু মৌলভী সাহেব ছলাতের পর ব্যবহার করে থাকেন। এ ধরনের প্রবণতা ও বুঝ মূর্খতারই সার্টিফিকেট প্রদান করে।

দ্বিতীয় নিরসন ঃ তর্কের খাতিরে যদি হাদীছটিকে গ্রহণযোগ্য ধরেও নেয়া হয় তাহলে এ হাদীছ ছলাতের ঐ স্থানের জন্য প্রযোজ্য যেখানে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে কোন হালাল দু'আর স্বাধীনতা দিয়েছেন।

স্থানগুলো হচ্ছে ঃ

১। সাজদায় পাঠ করার জন্য অনেক দু'আ বর্ণিত হয়েছে, প্রকৃত আল্লামা আলবানী তার ছিফাতুছ ছলাতে ১২টি দু'আ উল্লেখ করেছেন (১৪৫-১৪৭পৃঃ)। এছাড়াও সাজদায় ইচ্ছা স্বাধীন দু'আর অনুমোদন স্বয়ং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিয়েছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب عزوجل فاما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم » رواه مسلم ١٩٦/٤ وابو داود رقم ٨٧ والنسائى ٢١٧/٦ـ ٢١٨

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- রুকুতে আল্লাহর মহানত্ব বর্ণনা (তাযীম অর্থাৎ সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পাঠ) কর। কিন্তু

সাজদায় বেশী বেশী দু'আ করার চেষ্টা কর। কেননা এ অবস্থায় তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী। (মুসলিম ৪/১৯৬, আবূ দাউদ হাঃ নং ৮৭৬, নাসাঈ ২/২১৭-২১৮)

আরেকটি হাদীস এসেছে–

وعن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله قال : «اقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» (رواه مسلم ٤/٢٠٠)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সাজদাহ অবস্থায় বান্দা তার প্রতিপালকের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় অতএব এ অবস্থায় বেশী করে দু'আ কর। (মুসলিম ৪/২০০ পৃঃ)

২। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বিতীয় তাশাহ্হুদের পর ইচ্ছা স্বাধীন দু'আর অনুমোদন দিয়েছেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

ثم يتخير من الدعاء اعجبه إليه فيدعو >> رواه البخاري ٨٣٥

অতঃপর মুছল্লীর নিকট যেটা অধিক পছন্দনীয় দু'আ সেটা নির্বাচন করে পাঠ করবে। (বুখারী ফাতহ্ সহ ২/৩৭৩, হাঃ নং ৮৩৫ باب ما يتخير من الدعاء নাসাঈ ৩/৫১ باب تخير الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي بعد التشهد

আবূ ফুযালাহ থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে সালাম ফিরার পূর্বে দুরুদ পড়তে না শুনায় তার ব্যাপারে বললেন, এ লোক তাড়াহুড়া করলো। অতঃপর তাকে ডেকে তাকে ও অন্যদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

إذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بما شاء >> رواه ابو داؤد والترمذى وقال : حسن صحيح

তোমাদের কেউ ছলাত আদায় করলে প্রথমে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করে অতঃপর নবীর প্রতি ছলাত (দরুদ) পাঠ করবে। অতঃপর যা ইচ্ছা দু'আ করবে। আবূ দাউদ ২/১৬২ হাঃ নং ১৪৮১, তিরমিযী ৫/৪৮৩ হাঃ নং ৩৪৭৭, নাসাঈ ৩/৫৮ তবে এখানে চার বিষয়ে আশ্রয় চাওয়ার পরের কথা উল্লেখ হয়েছে।

ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন,

استدل به على جوازالدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنياوالاخرة٢/٣٧٤

এ হাদীছ থেকে ছলাতে মুছল্লীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে ইচ্ছা স্বাধীন দু'আ করার বৈধতার উপর দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী দ্বিতীয় খণ্ড ৩৭৪ পৃঃ)

ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) তার যাদুল মা'আদ গ্রন্থে ছলাতের ভিতরে তথা তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম ফিরার পূর্ব পর্যন্ত দু'আর সাতটি স্থান উল্লেখ করেছেন। (দেখুন ১/২৫৬/২৫৭ পৃঃ)

সাতটি স্থান উল্লেখ করার পর বলেছেন- কিন্তু ছলাত শেষ করে সালামের পর কিবলামুখী হয়ে কিংবা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে দু'আ করা আদৌ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ ও নীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে দু'আ করা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে না কোন ছহীহ সনদে না কোন হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে (প্রাগুক্ত)।

উল্লেখ্য যে, ছলাতের পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকর-আযকার সম্বলিত যেসব হাদীছ পাওয়া যায় সেগুলো ইমাম তাঁর অবস্থান ত্যাগ করার পর, ওখানে বসে নয়। এজন্য তিনি উক্ত দাবী করেছেন। (সামনে এর বিশদ আলোচনা আসছে)।

তৃতীয় নিরসণ ঃ

ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, এ হাদীছকে (অর্থাৎ মুক্তাদীর খিয়ানতের হাদীছকে গ্রহণযোগ্য ধরে নিলেও) আমার নিকট ছলাতের ঐ দু'আয় নিজেকে নির্দিষ্ট করলে খিয়ানতকারী সাব্যস্ত হবে যে দু'আতে ইমাম মুক্তাদী উভয় শরীক রয়েছে যেমন ক্বনূতের দু'আ। ফাতাওয়া ২৩/১১৮-১১৯, যাদুল মা'আদ ১/২৬৪ পৃঃ।

তৃতীয় সংশয় ঃ

ঈদের মাঠে ঋতুবতী মহিলাদের দু'আয় উপস্থিত হওয়ার হাদীছঃ ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর সমর্থনে ঈদের দিনে ঋতুবতী মহিলাদের দু'আয় শরীক হওয়ার হাদীছ নিয়ে বিরাট টানা হিচড়া দেখা যায়।

عن ام عطية قالت أمرنا ان نخرج ونخرج الحيض والعواتق وذوات

الخدور في الفطر والاضحى فيشهدن جماعة المسلمين ويعتزلن مصلاهم وفي رواية : ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين» رواه البخاري ٢/٤٤٥رقم ٩٨٠, ٩٨١ ومسلم ٦/١٨٠

উম্মু আত্বিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা (ঈদগাহের উদ্দেশ্য বের হই) এবং ঋতুবতী ও পূর্ণ যুবতীদেরকেও বের করি। ঋতুবতীরা মুসলিমদের দলে ও তাদের দু'আয় উপস্থিত হবে এবং তাদের ছলাতের স্থান থেকে আলাদা হয়ে থাকবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে কল্যাণ ও দু'আয় মুমিনদের সাথে উপস্থিত থাকবে। (বুখারী ২/৫৪৪ হাঃ ৯৮০, ৯৮১; মুসলিম ৬/১৮০)

নিরসণ ১– এ হাদীছ থেকে ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর সপক্ষে দলীল নেয়া হয় অথচ দুই দু'আর মধ্যে অবস্থাগত বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কারণ প্রচলিত সমাজে ঈদের ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ করা হয় না বরং খুৎবাহর পর করা হয়। অতএব হাদীছ দ্বারা ফরয ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ প্রমাণিত হয় না। এমনকি ঈদের ছলাতের পর কিংবা খুৎবাহর পর প্রচলিত নিয়মে সম্মিলিত দু'আরও বিন্দু মাত্র প্রমাণ উক্ত হাদীছে নেই।

এ হাদীছ থেকে কেবল তারাই সম্মিলিত দু'আর সমর্থনে দলীল গ্রহণ করে যারা ধ্যান পাগল। রুটির সন্ধানে বেড়ানো ঐ ফকীরের মত যাকে এক আর একে কত হয় জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে বলে ছিল দুই রুটি। দুই বললেই চলতো কিন্তু যেহেতু তার ধ্যান এখন রুটির জন্য তাই অসঙ্গত হলেও রুটি যোগ করেছে।

ঈদের পর কিংবা ঈদের খুৎবাহর পর প্রচলিত সম্মিলিত দু'আর সপক্ষে উক্ত হাদীছকে দলীল হিসাবে ব্যবহার করা ভ্রান্ত, তার দলীল নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রথমত ঃ এ হাদীছটি লক্ষ্য করুন ঃ

عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فاتى النساء فذكرهن ..... رواه البخاري ٢/٥٤٠ رقم ٩٧٨

হযরত জাবের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন দাঁড়ালেন এবং ছলাত আদায় করলেন। প্রথমে ছলাত আদায় করলেন অতঃপর খুৎবাহ দিলেন। যখনই খুৎবাহ সমাপ্ত করলেন তখনই মহিলাদের নিকট এসে তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন। (বুখারী ২/৫৪০ পৃঃ, হাঃ ৯৭৮, মুসলিম ৬/১৭৪)

পাঠক লক্ষ্য করুন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম কাজ যা করলেন তা হলো ছলাত। আর ছলাত শেষ করেই খুৎবাহর জন্য দাঁড়ালেন। আর খুৎবাহ শেষ করেই মহিলাদের নিকট চলে গেলেন। তাহলে মহিলা পুরুষ এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরকে শরীক করে কখন সম্মিলিতভাবে দু'আ করলেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) মারওয়ানের বিদআত চিহ্নিত করার জন্য যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন সে হাদীছেও তথাকথিত সম্মিলিত দু'আর কোন স্থান নেই।

عن أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيئ يبدأبه الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس في صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيئ أمربه ثم ينصرف وفي رواية : كان يقول تصدقوا تصدقواتصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذالك حتى كان مروان بن الحكم»

رواه البخارى ٢/٥٢٠ رقم ٩٥٦ رواه مسلم ٦/ ١٧٧

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে প্রথমে ছলাত আদায় করতেন। সালাম ফিরানোর পরেই লোকদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেতেন খুৎবাহ দানের জন্য। আর তারা ছলাত আদায়ের স্থানেই বসে থাকতেন। অতঃপর তাদেরকে ওয়াজ করতেন উপদেশ দিতেন। কোথাও বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন থাকলে বা কোন নির্দেশ জারি করার থাকলে তা জারি করতেন প্রয়োজন থাকলে তা উল্লেখ করতেন। অতঃপর ঈদগাহ থেকে ফিরে যেতেন।

এক বর্ণনায় এসেছে ঃ তিনি তার খুৎবায় বলতেন দান কর, দান কর, দান কর, বেশী দান করতো মহিলারা এরপর তিনি ঈদগাহ থেকে ফিরে যেতেন এই নিয়মই সর্বদা বহাল ছিল। অতঃপর মারওয়ান খলীফা হলো (বুখারী ২/৫২০ হাঃ ৯৫৬, মুসলিম ৬/১৭৭ পৃঃ) এ হাদীছেও প্রচলিত সম্মিলিত দু'আর কোন স্থান নেই। অতএব মারওয়ানের বিদআতের সাথে সংযোজিত এটা আরো একটি বিদআত এতে কোন সন্দেহ নেই।

(খ) যে খুৎবাহর পর সমাজে সম্মিলিত দু'আ সংযুক্ত করা হয়েছে সেই খুৎবাহতে উপস্থিত থাকাই তো ঐচ্ছিক ব্যাপার তাহলে তারপরে দু'আয় শরীক হওয়া এত তাকিদপূর্ণ হলো কি করে?

عن عبد الله بن السائب قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال : قضينا الصلاة فمن أحب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب » رواه ابن ماجة واللفظ له رقم ١٢٩٠ ص١/ ٤١٠و النسائي ١٨٥/٣

আব্দুল্লাহ বিন সাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ঈদের জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম। আমাদেরকে নিয়ে ছলাত আদায়ের পর ঘোষণা দিলেন, আমরা ঈদের ছলাত পূর্ণ করে ফেলেছি, যে খুৎবার জন্য বসতে পছন্দ কর সে বস। আর যে চলে যাওয়া পছন্দ কর সে চলে যাও। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ ও ভাষা তারই হাঃ নং ১২৯০, পৃঃ ১/৪১০; নাসাঈ ৩/১৮৫। এ হাদীছে দু দিক থেকে প্রচলিত সম্মিলিত দু'আর অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ পাই।

(১) ছলাত শেষ করেই তিনি বললেন, আমরা ছলাত সম্পন্ন করেছি এবার যার পছন্দ খুৎবার জন্য বসবে আর যার পছন্দ চলে যাবে। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় ঈদগাহের বিশেষ দু'আ ছলাতের পর নেই।

(২) ঈদগাহের বিশেষ দু'আ যাতে শরীক হওয়ার জন্য ঋতুবতীদেরকে যেতে বলেছেন সে দু'আ খুৎবাহর পরেও নেই। কারণ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুৎবাহ শুনা ও তার জন্য বসাকেই ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে রেখেছেন। যারা চলে যাবে তারা তো নিঃসন্দেহে সেই দু'আয় শরীক থাকতে পারবে না।

আর ইতিপূর্বে জানা গেছে খুৎবাহর পরে আদৌ কোন দু'আ অনুষ্ঠানের স্থান বা অবকাশ নেই। কারণ তিনি পুরুষদেরকে ওয়াজ-নসীহত করেই মহিলাদেরকে ওয়াজ করার জন্য তাদের নিকট গমন করতেন। এবং খুৎবাহ শেষে কোন জায়গায় বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন থাকলে তা উল্লেখ করতেন বা কোন নির্দেশ থাকলে তা জারি করতেন। অন্যথায় খুৎবাহ শেষ করেই ময়দান ত্যাগ করে চলে আসতেন।

এবার হুচকি ধ্যান কাটার পর বলতে পারেন– তাহলে ঐ তাকীদপূর্ণ দু'আর মর্মই বা কি আর তা কখন করা হতো? আসুন আবেগ ও ধ্যান ভিত্তিক নয় দলীলভিত্তিক উত্তর নিন। বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ঈদগাহের বিশেষ দু'আ হচ্ছে তাকবীর-তাহমীদ বা আল্লাহু আকবার ও আলহামদু লিল্লাহ বলা। অর্থাৎ এই দু'আ গুলো ঃ

«الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله اكبر ولله الحمد»

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার অলিল্লাহিল হাম্‌দ।

«الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا»

আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল হামদুল্লিাহি কাছীরা, সুবহানাল্লাহি বুক্‌রাতাওঁ ওয়া আছীলা। (এই দু'আ সমূহ দেখুন মুছান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ্‌র বরাতে ইমাম নববীর আল-আযকার গ্রন্থে ২৫০, যাদুল মা'আদ ১/৪৪৯ পৃঃ, নায়লুল আউত্বার ৩/৩৮৯ পৃঃ)

জ্ঞাতব্য যে, আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য) সর্বোত্তম দু'আ, অতএব আলহামদুলিল্লাহ সম্বলিত দু'আ সর্বোত্তম দু'আ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «افضل الذكر لا إله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله» رواه الترمذى ٥/ ٤٣١ رقم ٣٣٨٣ والنسائ في عمل اليوم

والليلة ص ٢٤٦ وابن ماجة ١٢٤٩/٢ رقم ٣٨٠٠و الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٥٠٣/١، انظر صحيح الجامع الصغير ٣٦٢/١

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি সর্বোত্তম যিকর হলো লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ এবং সর্বোত্তম দু'আ হলো আলহামদুলিল্লাহ" হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী ৫/৪৩১ হাঃ ৩৩৮৩, নাসাঈ আ'মালুল উয়াওমি ওয়াল লাইলাহ ২৪৬ পৃঃ। উবনু মাজাহ ২/১২৪৯ হাঃ নং ৩৮০০ হাকিম এটিকে বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সমর্থন করেছেন ১/৫০৩, দেখুন ছহীহ আল জামে আছছাগীর ১/৩৬২।

ঈদের এই তাকবীর ও তাহমীদগুলো একজন পাঠ করলে তার সাথে সাথে অন্যদেরও পাঠ করার নিয়ম দলীল সিদ্ধ। এখানে ঐ একই ধ্বনি সবার মুখে উচ্চারিত হবে। প্রচলিত নিয়মে কেউ পাঠ করবে আর বাকিরা আমীন আমীন বলবে এখানে এই নিয়ম আদৌ নেই। আর তা একেবারে অসঙ্গত দলীলবিহীন।

ইমাম নববী বলেন এই তাকবীর ঈদের চারটি স্থলে শরঈয়তসম্মত (ক) বাড়ী থেকে বের হয়ে ইমামের ছলাত আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত (খ) ছলাতের ভিতর (গ) খুৎবাহর ভিতর (ঘ) ছলাতের পর (ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে খুৎবাহ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে ১৩ই যুলহাজ্জার সন্ধ্যা পর্যন্ত)। মুসলিম শরীফের ভাষ্য ৬/১৭৯ পৃঃ ফিক্বহুস্ সুন্নাহ প্রথম খণ্ড ৩০৫ পৃঃ।

উম্মু আত্বিয়াহর বর্ণিত হাদীছে ঈদের দিনের দু'আ-যাতে ঋতুবতীদেরকেও শরীক হওয়ার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে। সেই দু'আ বলতে যে ঐ তাকবীর তাহমীদ উদ্দেশ্য; তা উম্মু আত্বিয়ার আরেক বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যেটি উধৃত করেছেন ইমাম মুসলিম ঃ

عن أم عطية قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت : الحيض يخرجن فيكن خلف الصف يكبرن مع الناس» رواه مسلم ١٧٩/٦

উম্মু আত্বিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে দুই ঈদে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হতো, পর্দাশীলা ও কুমারীদেরকেও। উম্মু আত্বিয়া

বলেন, ঋতুবতীরাও বের হতো, তারা কাতারের পিছনে অবস্থান করতো এবং মানুষের সাথে সাথে তাকবীর পাঠ করতো। মুসলিম শরীফ খণ্ড ৬/১৭৯ পৃঃ।

উক্ত হাদীছের উপর আজও স্বাভাবিক নিয়মে আরব আজমের সর্বত্র সমবেত কণ্ঠে তাকবীর তাহমীদ পাঠ করা হয়। ভারতবর্ষে এর সাথে যোগ করেছে খুৎবাহর পর আকাশ বাতাস মুখরকারী লম্বা চওড়া বলগাহীন দু'আ। ফলে তারা দু'আ বলতে আজ আর তাকবীর তাহমীদ বিজড়িত সেই দু'আ চিনে না। তারা কেবল তাদের সংযোজিত দু'আকেই বুঝে থাকে এবং এর জন্য হৈ হুল্লড় ও পিড়াপিড়ি করে। (লা-হাওলা অলা-কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)।

চতুর্থ সংশয় ঃ

হালকায়ে যিকরের হাদীছ সমূহের সংশয় ঃ ১নং হাদীছ ঃ

عن ابي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال،يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته فى ملأخير منه >> متفق عليه رياض الصالحين صـ ٥٤٠

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পাশেই রয়েছি, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথেই থাকি (শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে) যদি আমাকে সে তার অন্তরে অন্তরে স্মরণ করে তবে আমি তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। আর সে যদি আমাকে কোন দলের ভিতর স্মরণ করে তবে আমিও তাকে তার দলের চেয়ে উত্তম দলের ভিতর স্মরণ করি। (বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুছ ছালিহীন ৫৪০ পৃঃ)

কেউ কেউ এ হাদীছ থেকে ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর স্বপক্ষে দলীল গ্রহণ করে থাকেন।

এ হাদীছ দ্বারা ছলাতের পর দলবদ্ধভাবে দু'আ করার স্বপক্ষে দলীল গ্রহণ করা কয়েক দিক থেকে ভ্রান্তিপূর্ণ।

১। হাদীছে ছলাতের আগে পরে এমন কোন শব্দ উল্লেখ নেই।

২। ذكرني এক বচনের শব্দ এসেছে ذكروني বহু বচনের শব্দ নেই যার মর্ম এই যে, একটি লোকের দলে সে বান্দার আল্লাহকে স্মরণ করা এবং দলের লোকদের কর্তৃক তা শুনা। অর্থাৎ আল্লাহর আলোচনা তার গুণকীর্তন, প্রশংসা ও তার আদেশ নিষেধ বর্ণনা করা ও দলের লোকদের তা শুনা ও মানা। হাত উঠিয়ে বা না উঠিয়ে যিকর করা বা এক জনের যিকর করা বাকিদের আমীন আমীন বলা উদ্দেশ্য নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে হাদীছের শেষ অংশ ذكره في ملأخيرمنهم আমি (আল্লাহও) তাকে তাদের চেয়ে উত্তম দলের ভিতর স্মরণ করি। এর অর্থ এই নয় যে, উক্ত উত্তম দল অর্থাৎ ফিরিশতার দল ও আল্লাহ এ বান্দার যিকরে শরীক হয় বা আল্লাহ যিকর করেন ও ফিরিশতার দল হাত উঠিয়ে বা না উঠিয়ে আমীন আমীন বলতে থাকেন। বরং এ অংশের অর্থ হলো এই যে, বান্দাটি যেমন লোক সমাবেশে আল্লাহর মহানত্ত্ব ও তার বিধি-বিধান আলোচনা করে আল্লাহও ঐ বান্দার প্রতি রাযী খুশী হয়ে ফেরেশতাদের দলের ভিতর তার প্রশংসা করেন ও তারা শুনে।

এ অর্থেই জুমুআর খুৎবাহ বা আলোচনাকে যিকর বলা হয়।

২নং হাদীছ ঃ

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إن لله تعالي ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماذكرون الله عزوجل تنادوا:هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم–ما يقول عبادى؟ قال يقولون:يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك،فيقول هل رأوني؟ فيقولون:لا والله ما رأوك،فيقول:كيف لورأوني ؟ قال:يقولون لورأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول فماذا يسألون؟ قال يقولون : يسألونك الجنة،قال: يقول :وهل رأوها ؟ قال يقولون: لا والله يارب ما رأوها، قال يقول :فكيف لو رأوها قال:يقولون :لو أنهم رأوها كانوا أشد عليه حرصا وأشد لهاطلبا وأعظم فيه رغبة قال:فمما يتعوذون؟ قال يقولون: يتعوذون من النار، قال فيقول:وهل رأوها؟ قال

:يقولون :لا والله يارب ما رأوها،فيقول :كيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرار وأشد لها مخافة قال:فيقول: فاشهدكم أنى قد غفرت لهم، قال: يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال:هم الجلساء لا يشق بهم جليسهم» متفق عليه،رياض الصالحين ٥٤٤

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার কিছু সংখ্যক ফিরিশতা রয়েছে যারা রাস্তাঘাটে বিচরণ করে আল্লাহর যিকরকারীদের খোঁজ করার উদ্দেশ্যে। যখনি তারা কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহর যিকরে রত পায় তখন পরস্পরকে এ বলে আহবান করে যে, আসো তোমাদের প্রয়োজন মিটাতে। অতঃপর যিকরকারীদেরকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত জায়গা জুড়ে নিজেদের ডানা দ্বারা আবেষ্টন করে ফেলে। অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (অথচ তিনিই বেশী জ্ঞাত) আমার বান্দারা কি বলছে? তারা উত্তরে বলেন, ওরা আপনার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছে, মহানত্ত বর্ণনা করছে এবং প্রশংসা ও মহিমা জ্ঞাপন করছে। তিনি বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তারা বলে আল্লাহর কসম ওরা আপনাকে দেখে নাই। আবার বলেন, কেমন হতো যদি ওরা আমাকে দেখতো? তারা বলে, যদি তারা আপনাকে দেখতে পেতো তাহলে আরো বেশী আপনার ইবাদত করতো, আরো বেশী মহিমা ও পবিত্রতা জ্ঞাপন করতো। তিনি বলেন, তারা কি চাচ্ছে। তারা বলে, তারা আপনার নিকট জান্নাত চাচ্ছে। তিনি বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? তারা বলে, না, আল্লাহর কসম হে আমাদের রব তারা তা দেখেনি। তিনি বলেন, যদি তারা উহা দেখতো? তারা বলে, যদি তারা তা দেখতো তাহলে তার প্রতি তাদের লালসা বেড়ে যেত, আকাংখা কঠিন হতো ও আগ্রহ বৃদ্ধি পেতো। তিনি বলেন, কি থেকে তারা পরিত্রাণ চাচ্ছে? তারা বলে, জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড থেকে। তিনি বলেন, তারা কি তা দেখেছে? তারা বলে, না, আল্লাহর কসম তারা তা দেখেনি। অতঃপর তিনি বলেন, কেমন হতো যদি তারা উহা দেখতো? তারা বলে, যদি তারা তা দেখতে পেতো তাহলে অতি দ্রুতগতিতে উহা থেকে পালাতো এবং বেশী বেশী উহাকে ভয় করতো। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি এ মর্মে যে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। একজন ফেরেশতা বলেন, অমুক ব্যক্তি তো এদের দলভুক্ত নয় বরং সে

অন্য প্রয়োজনে এসেছে। তিনি বলেন, তারা এমন সভাষদ যাদের সাথে বৈঠককারী হতভাগ্য হবে না। বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুছ ছালেহীন ৫৪৩-৫৪৪ পৃষ্ঠা।

অনেকেই উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেন। এ হাদীছ দ্বারা ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ সাব্যস্ত করা কয়েক দিক থেকে ভ্রান্তিপূর্ণ।

১। এ হাদীছে ছলাতের আগে বা পরে এমন কোন শব্দ আসেনি। বরং ছলাত অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য সময় ও অবস্থার কথাই স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ এ মজলিসটি একটি অনিয়মিত মজলিস ফিরিশতারা যাকে বিচরণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে পায়। আর ছলাত হচ্ছে নিয়মিত ইবাদতী অনুষ্ঠান যেটা ফিরিশতাদের তালিকায় রয়েছে বরং এ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্টভাবে কিছু ফিরিশতা নিযুক্ত করা আছে বলে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা জানা গেছে।

২। এখানে যিকরের মাজলিস বলতে কুরআন হাদীছের পঠন পাঠন ও তা থেকে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও ওয়াজ নছীহতের বৈঠক উদ্দেশ্য।

ইবনু রাজাব বাগদাদী তার জামিউল উলূম অল হিকাম গ্রন্থে যিকরের মাজলিসের হাদীছগুলোর ব্যাখ্যা করতে যেয়ে এক পর্যায়ে বলেছেন ঃ

واستدل الاكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القران في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآن أفضل أنواع الذكر، جامع العلوم والحكم ص ٣٠٢

অধিকাংশ বিদ্বানগণ যিকরের জন্য একত্রিত হওয়া মুস্তাহাব নির্দেশকারী হাদীছ দ্বারা কুরআনের পঠন পাঠনের জন্য একত্রিত হওয়া মুস্তাহা হওয়ার উপর ব্যাপকভাবে দলীল গ্রহণ করেছেন। একথা বলার পর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেন। জামিউল উলূম অল হিকাম ৩০২ পৃঃ।

তারপর ফেরেশতাদের রিপোর্টে পাওয়া যায় তারা আল্লাহর তাসবীহ, তাহমীদ ও তামজীদ বর্ণনা করছে এবং জান্নাত চাচ্ছে ও জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছে কিন্তু তারা কি শব্দ ও কোন বাক্য ব্যবহার করছিল তা উল্লেখ হয়নি। আর কুরআনের পাতায় পাতায় তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীরের বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ

রয়েছে, তাও উদ্দেশ্য হতে পারে। উক্ত যিকরের মাজলিস বলতে কুরআন সুন্নাহর পঠন পাঠন ও তাহার আলোচনা উদ্দেশ্য তা অন্যান্য বর্ণনা ও ছাহাবাগণের বাস্তব আমল থেকে প্রমাণিত হয়।

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر هم الله فيمن عنده» رواه مسلم ٢١/١٧

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘর সমূহের কোন ঘরে বসে কুরআন তেলাওয়াত ও আপোসে তার পঠন পাঠন করতে থাকলে অবশ্যই তাদের প্রতি শান্তি নাযিল হয়, রহমত তাদেরকে আবেষ্টন করে ও ফিরিশতাগণ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে এবং আল্লাহ তাদেরকে স্মরণ করেন ঐ সমস্ত ফিরিশতামণ্ডলীর মাঝে যারা তার নিকট রয়েছে। (মুসলিম শরীফ ১৭/২১)

আরো একটি হাদীছ ঃ

وعن معاوية قال كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم يوما فدخل المسجد فإذاهو بقوم في المسجد قعود، فقال النبي صلي الله عليه وسلم ما أقعدكم فقالو:صلينا الصلاة المكتوبة ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله وسنة نبيه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا ذكر شيئ تعاظم ذكره» خرجه الحاكم،جامع العلوم والحكم ص ٣٠٢

মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি একদিন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম তিনি মসজিদে প্রবেশ করলে একটি সম্প্রদায়কে বসে থাকতে দেখলেন, অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে জিজ্ঞাসাও করলেন– কেন তোমরা বসে আছ? তারা বললেন আমরা ফরয ছলাত আদায় করেছি অতঃপর এখানে বসেছি আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহর অধ্যায়ন ও আপসে পঠন পাঠনের জন্য। হাকিম বর্ণনা করেছেন। (জামিউল উলূম অল্হিকাম ৩০২ পৃঃ)

যিকরের মাজলিস বলতে যে কুরআন হাদীছের আলোচনা মাজলিস উদ্দেশ্য যার ভিতর আল্লাহর হামদ-ছানা, তাসবীহ-তাহমীদ, তাকবীর-তামজীদ এবং জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আবেদন বারংবার উচ্চারিত হয়। তাই এ মাজলিসে কিছু উচ্চারণ ও আওড়ানো ছাড়া বসে থেকে শুনলেই যিকরকারী বলে গণ্য হবে। এর প্রমাণ হচ্ছে হাদীছের শেষ অংশে এক ব্যক্তির ব্যাপারে একটি ফিরিশতার উত্থাপিত অভিযোগ।

فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة،قال:هم الجلساء لا يشقي بهم جليسهم

হে আল্লাহ এদের মাঝে অমুক ব্যক্তি এদের অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ সে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এসে বসেছে। আল্লাহ বলেন, এরা এমন বৈঠককারী যাদের সাথে কোন বৈঠককারী দুর্ভাগ্য হয় না। উল্লেখ্য যে, এ ব্যক্তি শুধু বসেছিল কিছু উচ্চারণ ও আওড়াচ্ছিল না, কারণ তিনি তাদেরকে এমনটি করতে দেখেননি, যদি তিনি তাদেরকে এমনটি করতে দেখেতেন তাহলে তিনিও এমনটি করতেন। তাহলে বুঝা গেল ফিরিশতার আপত্তির কারণ উভয়ের মাঝে নিয়ত ও প্রস্তুতির পার্থক্য। তাইতো জুমআর খুৎবাহ কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীছে যিকর বলেছেন।

সালাফাগণ কুরআনের পঠন পাঠনের মাজলিসকে যিকরের মাজলিস বলতেন। এর প্রমাণে অনেক আছার এসেছে।

১। ইবনু রাজাব বলেন ঃ

«سئل ابن عباس أي العمل افضل قال ذكر الله وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا اظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ماداموا علي ذلك حتي يخوضو في حديث غيره» جامع العلوم الحكم ٣٠١

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর যিকর। অতঃপর সমর্থনে বলেন ঃ কোন সম্প্রদয় আল্লাহর ঘরসমূহের কোন ঘরে বসে পরস্পরে আল্লাহর কিতাবের সবক

নিতে থাকলে ও উহার পঠন পাঠন করতে থাকলে ফিরিশতাগণ তাদের ডানা দ্বারা তাদেরকে ছায়া করে থাকে এবং যে পর্যন্ত তারা একাজে মগ্ন থাকে অন্য কথায় মননিবেশ না করে ততক্ষণ তারা আল্লাহর মেহমান হিসাবে গণ্য থাকে।"

ইবনু রাজাব বলেন ঃ وروي مرفوعا والموقوف أصح

উল্লেখিত আছারটি মারফু (সরাসরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও) বর্ণনা করা হয়েছে তবে মাওকুফ তথা ছাহাবী ইবনে আব্বাস পর্যন্ত এর সূত্র অতি শুদ্ধ। জামিউল উলূম অল হিকাম, পৃষ্ঠা ৩০১।

এ যিকরের মাজলিসের নিয়মটা এরূপ; একজন পাঠ করতো বাকীরা শুনতো।

২। ইবনু রাজাব বর্ণনা করেন ঃ

كان عمر يأمرمن يقرأ عليه وعلي أصحابه وهم يستمعون فتارة يأمر أبا موسي وتارة يأمر عقبة ابن عامر» جامع العلوم ٣٠١

উমার (রাঃ) ভাল কোন পাঠকারীকে নিজের ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করতে বলতেন এবং তারা শুনতে থাকতেন। কখনো আবূ মূসাকে ও কখনো উক্ববাহ বিন আমিরকে পাঠ করার জন্য নির্দেশ দিতেন। জামিউল উলূম আল-হিকাম পৃষ্ঠা ৩০১।

৩। ইবনু হাজার রহমাতুল্লাহ আলোচ্য হাদীছে যিকর বলতে কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে বলতে যেয়ে উল্লেখ করেন যে–

المراد بالذكرهنا الاتيان بالالفاظ التي ورد الترغيب في قولها والاكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله اكبر» وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والاخرة ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة علي العمل بما اوجبه أو ندب إليه كتلاوة القران وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة» فتح الباري ٢١٢/١١

অর্থ ঃ এখানে যিকর বলতে ঐ শব্দাবলীর আওড়ানো উদ্দেশ্য হতে পারে যা বেশী বেশী বলার ব্যাপারে প্রেরণা দান করা হয়েছে– যেমন, চিরন্তন সৎ

বাণীসমূহ আর তা হচ্ছে "সুবহা-নাল্লা-হি অল হামদু লিল্লাহি অলা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" আরও এর সাথে যা সংযুক্ত করা যায় যেমন লা-হাউলা .... বিসমিল্লা-হ....., হাসবিয়াল্লাহ, ইস্তিগফার ও এ জাতীয় অন্যান্য দু'আ সহ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের দু'আ করা। এ ছাড়াও যিকর বলতে ওয়াজিব ও মুস্তাহাব আমলের উপর নিয়মানুগ থাকাও উদ্দেশ্য, যেমন কুরআন তিলাওয়াত, হাদীছ পাঠ, ইল্‌ম চর্চা ও নফল ছলাত আদায় করা। ফাতহুল বারী ১১/২১২ পৃঃ)

যদি আলোচ্য হাদীছে যিকরের মাজলিসের যিকর বলতে যিকর ও দু'আর নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা যিকর করা উদ্দেশ্য নেয়া হয়। তবুও এখানে শারীরিক একত্রিত হওয়া বুঝায়, শাব্দিক বা স্বরগত একত্রিত হওয়া ও সম্মিলিত কণ্ঠে যিকর বা দু'আ করা বুঝায় না।

কারণ–

১। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বরবে যিকর করতে নিষেধ করেছেন। আর স্বরবে যিকর না করা হলে সম্মিলিতভাবে ও সমকণ্ঠে যিকর করা হতেই পারে না।

এ সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ) ..... ادعواربكم تضرعا وخفية এ আয়াতের তাফসীরের আওতায় বুখারী মুসলিম থেকে একটি হাদীছ এনেছেন। যেটি এরূপ–

عن أبي موسي الاشعري قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ايها الناس أربعوا علي أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون سميع قريب» (متفق عليه)

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকেরা একদা উচ্চকণ্ঠে দু'আ করা শুরু করলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন– তোমরা নিজেদেরকে স্বস্তি দান করো (অর্থাৎ উচ্চকণ্ঠে দু'আ করো না) কারণ তোমরা কোন বধির ও দূরবর্তী সত্তাকে আহ্বান করতেছ না। বরং যেই সত্তাকে তোমরা আহ্বান করতেছ তিনি অতি শ্রবণকারী নিকটবর্তী। ইবনু কাছীর প্রথম খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠা।

২। ছাহাবাগণ যিকরের মাজলিস সংঘটিত করলে এবং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক ঐ নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা যিকর করলে নিরবে আপন

আপন করতেন, সম্মিলিত ও সমস্বরে করতেন না। এর প্রমাণ হলো নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুআবিয়াহ (রাঃ) যিকরের মাজলিসে (হালকায়ে যিকরে) যেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনারা কেন একত্রিত হয়ে বসে আছেন? যদি সমস্বরে ও সম্মিলিত কণ্ঠে যিকর করতেন তাহলে জিজ্ঞাসা করার আদৌ প্রয়োজন পড়তো না। যেমন আমাদের যুগের লোকদের যিকর বিশেষভাবে যারা নবীর তরীকা ব্যতীত বিভিন্ন তরীকা অবলম্বন করেছেন (আর এদের সংখ্যায় বর্তমানে বেশী) এদের যিকর অনুষ্ঠিত হলে ঘুমন্ত লোক উঠে যায় ও জাগ্রত লোকেরা ঘুমাতে পারে না। জীবজন্তুও অস্থির হয়ে যায়। এদের যিকর শুরু হলে দূর থেকে এমনকি কয়েক মাইল থেকে শুনা যায় অতএব জিজ্ঞাসার আদৌ প্রয়োজন নেই।

উপরোক্ত দাবীর দলীল এই ঃ

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية رضي الله عنه علي حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم ؟ قالوا جلسنا نذكر الله قال:آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا ما أجلسنا إلا ذاك قال أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان احد بمنزلتي من رسول الله أقل عنه حديثا مني إن رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج علي حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده علي ما هدانا للاسلام ومن به علينا، قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك ،قال: أما اني لم استحلفكم تهمة لكم ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة» رواه مسلم، رياض الصالحين ٥٤٥-٥٤٦

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- মুআবিয়াহ (রাঃ) একদা মসজিদে অনুষ্ঠিত একটি হালকার (মাজলিসের) নিকট বের হয়ে এসে বললেন তোমরা কেন বসেছ? তারা বললেন আমরা বসে আল্লাহর যিকর করছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম তোমরা এই জন্যই বসেছ? তারা বললেন আমরা এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে বসিনি। তিনি বললেন- আমি তোমাদেরকে অপবাদের উদ্দেশ্য কসম দেইনি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আমার মত অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে আমার চেয়ে আর কেউ কম

বর্ণনা করেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাহাবাদের এরূপ একটি হালকার নিকট বেরিয়ে এসে বলেছিলেন তোমাদেরকে কিসে বসিয়েছে? তারা বলেছিলেন আমরা বসে আল্লাহর যিকর করছি এবং তার প্রশংসা করছি এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের জন্য হিদায়াত করেছেন এবং তা দ্বারা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বললেন আল্লাহর কসম এজন্যই তোমরা বসেছ? তারা বললেন, আল্লাহর কসম এছাড়া অন্য কিছুর জন্য বসিনি। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন– তোমাদেরকে তুহমাতের জন্য কসম দেইনি বরং আমার নিকট জিব্‌রীল এসে এ বলে সংবাদ দিয়ে গেলেন যে আল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে ফিরিশতাদের নিকট অহঙ্কার করছেন। মুসলিম শরীফ, রিয়াদুছ্ ছালিহীন ৫৪৪-৫৪৬।

উপরোক্ত হাদীছে যিকরকারীদেরকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার ছাহাবী মুআবিয়াহ জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলেন তারা আল্লাহর যিকর করছে।

কেউ বলতে পারেন যিকর শুরু করার পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এ সম্ভাবনা ভ্রান্তিপূর্ণ তার কারণ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিবরীলের মারফত আল্লাহর কর্তৃক এদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট অহঙ্কার করার সংবাদ জানতে পেরে এদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর যিকরে রত না হলে বা না থাকলে আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট অহঙ্কার করার কোন যৌক্তিকতায় থাকে না।

অতএব বুঝা গেল তারা এমন নিরবে ও এমন পন্থায় যিকর করছিলেন যে, অন্যের জানার বা বুঝার কোন পথ ছিল না জিজ্ঞাসা করা ছাড়া।

ইহাই হলো কুরআনেরও নিয়ম– আল্লাহ বলেন ঃ

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفةً ودون الجهربالقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين» (الاعراف ٢٠٥)

তুমি তোমার প্রতিপালককে সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার অন্তরে স্মরণ কর বিনয় ও ভীতি সহকারে ও কথা দ্বারা প্রকাশ না করে আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। (সূরা আল-আরাফ ২০৫ আয়াত)

পঞ্চম সংশয়

কুরআন হাদীছের বিভিন্ন দু'আয় বহু বচনের শব্দাবলীর সংশয়

অনেকে কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন দু'আর শব্দে বহু বচনের শব্দ যেমন ربنا آتنا في الدنيا حسنة রব্বানা আ-তিনা ربنا ظلمنا أنفسنا রব্বানা যলামনা আনফুসানা হে আমাদের রব্ব আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর হে আমাদের রব্ব আমরা আমাদের আত্মার উপর যুলম্ করেছি..... ইত্যাদি থেকে ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ সাব্যস্ত করে থাকেন। এ ধরনের দলীল গ্রহণযোগ্য হলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিদআত জায়েয হয়ে যাবে। যেমন মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থক ও চর্চাকারীরা বলবে আমরা এসব অনুষ্ঠানে সবাই মিলে এক সাথে দরূদ পাঠ করি।

কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

হে মু'মিনগণ! তোমরা তাঁর অর্থাৎ নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তার প্রতি যথারীতি সালাম প্রদান কর। উক্ত আয়াতে صلوا ও سلموا বহু বচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তার ছাহাবাগণ দরূদ শিখতে চাইলে তিনি বলেছিলেন قولوا اللهم صلى على محمد তোমরা বল– হে আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ প্রেরণ কর। قولوا কূলূ শব্দটি বহু বচন যার অর্থ তোমরা বল।

২। ছলাতের পর পাঠ করার জন্য যে সমস্ত দু'আ ও যিকর আযকার নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষা দিয়েছেন এগুলোর কোনটিতে বহু বচনের শব্দই নেই। ছলাতের পর পঠিতব্য সমস্ত যিকর আযকার ও দু'আ এক বচনের শব্দে এসেছে যা শুধু দু'আকারীর নিজের জন্য প্রযোজ্য। দেখুন আল-ই'তিছাম ২/৭। এক্ষেত্রে একটি মাত্র দু'আয় আল্লাহুম্মা রব্বানা (হে আমাদের রব)। বহু বচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এরপর এসেছে أنا شهيد ও واجعلني ইত্যাদি এক বচনের শব্দ। আর ربنا হে আমাদের রব এ শব্দ এক জন হলেও ব্যবহার করা যায়। কারণ তিনি সবকিছুরই রব। কুরআনে এসেছে ইবরাহীম নবী স্বীয় পুত্র শিশু ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজারকে বিরান ময়দানে রেখে কিছু দূরে এসে একাকি তার পরিত্যক্ত পরিবারের জন্য দরদ ও মমতা ভরে দু'আ করেছিলেন–

ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم

হে আমাদের রব নিশ্চয় আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্য এক অনাবাদ প্রান্তরে রাখলাম যা তোমার সম্মানিত ঘরের পার্শ্বে। (সূরা ইবরাহীম ৩৭ আয়াত)

৩। হাঁ তবে মুক্তাদী ও সমস্ত জাতিকে দু'আর কল্যাণে শরীক করতে চাইলে বহু বচনের শব্দ সম্বলিত দু'আগুলো সাজদাহ কিংবা ছলাতের শেষ তাশাহহুদে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করার সুযোগ ও অনুমোদন রয়েছে। (দেখুন অত্র বই এর ১২-১৪ পৃষ্ঠা)

আর বাস্তবেও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ربنا آمنا فاغفرلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ইত্যাদি বহুবচন বিশিষ্ট দু'আগুলো সালাম ফিরার পূর্বে পাঠ করতেন। দলীল ঃ

عن عبد الله بن مسعود قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الفريضة «اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك عبادك الصالحون ونستعيذبك ما استعاذ منه عبادك الصالحون- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار-ربنا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار - ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد» ويسلم عن يمينه وعن شماله» رواه الطبراني في الاوسط هكذا، وفي الكبير بنحوه وأقر عليه الهيثمي بالسكوت، مجمع الزوائد ١٤٣/٢

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফরয ছলাতে তাশাহহুদের পর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সকল দু'আ পাঠ করতেন তন্মধ্যে একটি দু'আ এই- "হে আল্লাহ আমরা তোমার নিকট পার্থিব ও পরকালীন সকল ধরনের কল্যাণ চাই-যার সম্পর্কে আমরা জানি এবং যার সম্পর্কে আমরা জানি না। আর আমরা তোমার নিকট পার্থিব ও পরকালীন সকল

অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি- যার সম্পর্কে আমরা জানি এবং যার সম্পর্কে আমরা জানি না। হে আমাদের আল্লাহ আমরা তোমার নিকট ঐ সকল বিষয় বস্তু চাই যা চেয়েছে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণ এবং ঐ সমস্ত বিষয়বস্তু থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যেগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণ। হে আমাদের রব আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করিও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের রব আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের গুনাহ মাফ কর ও পাপ রাশি ক্ষমা কর এবং নেককার বান্দাদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর। হে আমাদের রব আমাদেরকে প্রদান কর ঐ সকল বিষয়বস্তু যার তুমি ওয়াদা দিয়েছ আমাদেরকে তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে। আর আমাদেরকে কিয়ামতের দিন অপদস্থ কর না, নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না, অতঃপর ডানে বামে সালাম ফিরাতেন। ইমাম ত্বরানী তার আওসাত্ব ও কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং হায়ছামী তার মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে উদ্ধৃত করে এর ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা থেকে নিরবতা অবলম্বন করে ছহীহ হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। (দেখুন মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২/১৪৩ পৃঃ)

যে দু'আ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম ফিরার পূর্বে পাঠ করতেন সে সকল দু'আ আজকালকার তথাকথিত বড় বড় আলিম ও ইমাম সাহেবরা সালাম ফিরার পর পাঠ করে থাকেন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة এ দু'আ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম ফিরার পূর্বে পাঠ করতেন আর এরা পরে পাঠ করে। এমনই তো তারা নবীর ভক্ত ও অনুসারী। আবার এরাই দু'আর পক্ষে লড়াইকারী। দু'আর ক্ষেত্রে নবীর ইত্তিবা না বুঝলেও দু'আর ব্যাপারে বাহাছ বিতর্কে অগ্রণী।

ষষ্ঠ সংশয় ঃ

ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ সাব্যস্ত করার জন্য প্রকৌশলী বিন্যাস প্রক্রিয়া

বিভিন্ন দলীলকে একত্রিত করে ছলাতের পর হাত উঠিয়ে ইমাম মুক্তাদীর সম্মিলিত দু'আর প্রচলিত পদ্ধতি বা রূপটি গঠন করা হয়। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনে কোন ছলাতের পর এরূপটি পাওয়া গেলেও উক্ত প্রক্রিয়া দোষণীয় ছিল না, বরং এটিকে ওর সহযোগী বা তাকিদ ধরা যেত। কিন্তু এর একটিও নযীর না থাকা সত্ত্বেও এমন রূপ খাড়া বিদআতীদের পথ অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৌশলী বিন্যাস প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ ঃ

নিম্নোক্ত তিনটি দলীল একত্রিত করে প্রচলিত পদ্ধতির জন্মদান ঃ

(ক) রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- নিশ্চয় তোমাদের বরকতময় সুউচ্চ প্রতিপালক অধিক লজ্জাশীল সম্মানিত, বান্দা তার দিকে দুই খানা হাত উত্তোলন পূর্বক কিছু চাইলে বঞ্চিত করে শূন্যহাতে ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন ও হাকিম ছহীহ প্রমাণ করেছেন) অত্র হাদীছ থেকে হাত তুলার গুরুত্ব ও ফযীলত সাব্যস্ত করা হয়।

(খ) হাবিব বিন মাসলামাহ আল ফিহরী বর্ণনা করে বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। কিছু লোক একত্রিত হয়ে তাদের কেউ দু'আ করলে ও বাকিরা সবাই আমীন বললে আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করেন। হাদীছটি ত্বরানী বর্ণনা করেছেন মাজমাউয যাওযায়েদ ১০/১৭০ পৃষ্ঠা, ফতহুল বারী ১১/২০৪ পৃষ্ঠা।

এ হাদীছ থেকে দলের একজনের দু'আ করা ও বাকিদের উক্ত দু'আয় আমীন বলার দলীল পাওয়া যায়।

(গ) আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল কোন দু'আ বেশী কবুল করা হয়? তিনি জবাবে বললেন, শেষ রাতের ও ফরয ছলাতের পিছনের (শেষের বা পরের) দু'আ (তিরমিযী)। হাদীছটিকে মুহাদ্দিছ আলবানী যঈফ বলেছেন, তাহক্বীক মিশকাত দ্রষ্টব্য।

অত্র হাদীছ থেকে ছলাতের পর দু'আ কবুল হওয়ার আশ্বাস পাওয়া যায়। যদিও ছলাতের পিছনে বলতে সালাম ফিরার পূর্বে দু'আ উদ্দিষ্ট হওয়াই দলীল ও যুক্তিসিদ্ধ।

ফরয ছলাতের পর ইমাম মুক্তাদীর সম্মিলিত দু'আর প্রচলিত নিয়মটি উক্ত তিনটি হাদীছের প্রকৌশলী বিন্যাসের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়।

তৃতীয় হাদীছ থেকে ছলাতের পর দু'আ কবুল হওয়ার আশ্বাস পাওয়া যায় দ্বিতীয় হাদীছের সাথে যোগ করলে সম্মিলিতভাবে দু'আ করার দলীল পাওয়া যায়। এ দু'টির সাথে প্রথমটি যোগ করলে হাত উঠিয়ে দু'আ করার দলীল পাওয়া যায়।

এবার ছলাতের পর + সম্মিলিতভাবে + হাত উঠিয়ে দু'আ করা সাব্যস্ত হয়ে গেল। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)

এভাবে উপরোক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং বিন্যাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবাদতের ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতি সাব্যস্ত করা হয় যার অস্তিত্ব নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে পাওয়া যায় না। উক্ত প্রক্রিয়ার জাওয়াব ঃ

(১) উপরোক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং বিন্যাস প্রক্রিয়ায় ফরয ছলাতের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করার প্রচলিত পদ্ধতি আবিষ্কারের কোন সুযোগ বা অবকাশ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছেড়ে যাননি।

ছলাতের পর কি করতে হবে এটা যদি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিস্তারিতভাবে বলে না যেতেন তাহলে হয়তোবা উক্ত পদ্ধতি এখানে স্থাপন করা যেত। কিন্তু নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয ছলাতের পর পঠিতব্য যিকর আযকার ও দু'আ নির্দিষ্ট করে গেছেন। যা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জন্য একাকীভাবে পাঠ করার জন্য প্রযোজ্য। সম্মিলিত ভাবে পাঠ করার জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ ছলাতের পর পঠিতব্য সমস্ত দু'আ একবচনে পাওয়া যায়। এজন্যই নবী ও ছাহাবাগণ থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি ছলাতের পরেও প্রচলিত পদ্ধতিতে দু'আ করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। না, ছহীহ হাদীছ দ্বারা না যাঈফ হাদীছ দ্বারা না মা ওযু হাদীছ দ্বারা। হাঁ ছলাতের পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকরগুলো সবাই একাকীভাবে পাঠ করার পর যদি বিশেষ কোন কারণে একাকী বা সম্মিলিতভাবে দু'আ করতে চাই তবে কোন কোন আলিমের মতে জায়িয হওয়ার সমর্থন পাওয়া যায়।

জ্ঞাতব্য যে, ছলাতের পর পঠনীয় দু'আ ও যিক্‌র আযকার পাঠ শেষ করে বিশেষ কোন কারণে একাকী ও সম্মিলিত দু'আ করা হলে তা দুবুরুছ ছলাত বা ছলাত পরবর্তী দু'আ বলে গণ্য হবে না, বরং ইহা স্বতন্ত্র একটি সাময়িক এবাদত বলে গণ্য হবে। নিয়মতি এরূপ করা হলে ইহাও বিদ'আত হবে।

যে সকল মুছল্লি সাধারণতঃ ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর জন্য হুড়াহুড়ি ও পিড়াপিড়ি করে এরা বসে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। কারণ নির্দিষ্ট দু'আ ও যিকরগুলো পাঠ করতে ১০/১৫ মিনিট লেগে যাবে এর ভিতরই মসজিদ মুছল্লী থেকে খালি হয়ে যায়। আর ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর জন্য নিয়মিত নামাজীর চেয়ে অনিয়মিত নামাযীদেরকেই বেশী আগ্রহী ও জেদী দেখা যায়।

(২) উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় অনেক এবাদত বানানো যাবে। ঈদে মিলাদুন্নবী

(নবীর জন্মোৎসব) ও মিলাদের মত বিদআতগুলোও দলীল বিন্যাস প্রক্রিয়ায় সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

নিম্নে উপরোক্ত প্রকৃয়ায় মিলাদ সাব্যস্ত করে দেখানো হলো ঃ

(ক) আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ ও তদীয় ফিরিশতারা নবীর প্রতি ছলাত পাঠ করে (দরূদ পড়ে) হে মু'মিনগণ তোমরাও তার প্রতি ছলাত পাঠ কর ও সালাম প্রদাণ কর। (সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত) নবী (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার ছলাত পাঠ করবে আল্লাহ তার প্রতি দশবার ছলাত (রহমত) বর্ষণ করবেন। (মুসলিম শরীফ ১/২৮৮) উক্ত দলীলের মাধ্যমে নবীর (ﷺ) প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ ও ফযিলত পাওয়া যায়।

(খ) আল্লাহ বলেন ঃ হে নবী আপনি বলুন আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমাত-এই নিয়ে যেন তারা উৎসব করে, ইহাই উত্তম যা তারা আহরণ করে তার চেয়ে। (সূরা ইউনুস ৫৮)

এ আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত নিয়ে খুশী ও উৎসব করার নির্দেশ পাওয়া যায়।

(গ) আল্লাহ বলেন ঃ আমি আপনাকে (হে রাসূল) সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া ১০৭) এ আয়াতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রহমত বলা হয়েছে।

অতএব নবী (ﷺ) যেহেতু রহমত তাই তার আগমন নিয়ে খুশী ও উৎসব করার দলীল পাওয়া গেল। উৎসব করার ভাষা যেহেতু আল্লাহ উল্লেখ করেননি এজন্য দরূদ ও বিভিন্ন কবিতা ছন্দ পাঠ করে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করা হয়। আর যেহেতু সবাই একত্রিত ও দলবদ্ধ হওয়া ছাড়া উৎসব হবে না। আর আল্লাহ فليفرحوا (তারা যেন খুশী মানায়) বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন তাই সবাই একত্রিত হয়ে মীলাদুন্ননবী উৎযাপন করা হয়।

মীলাদে যেমন তারা নিজেদের ইচ্ছা মত দরূদের ভাষা ইখতিয়ার করে ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আয় নিজেদের ইচ্ছামত দু'আ এবং ভাষা ইখতিয়ার ও তৈরী করা হয়।

সপ্তম সংশয়

ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর পক্ষপাতি ও সমর্থকগণ দু'টি অবস্থার উপর কিয়াস করে এটাকে সাব্যস্ত করে থাকেন।

১। ইস্তিস্কার দু'আয় নবী (ﷺ) অনেক ছাহাবাকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে দু'আ করেছেন। (বুখারী ২/৫৯৯ হাঃ ১০২৯, যাদুল মা'আদ ১/৪৫৭)

২। কুনূতের দু'আয় নবী (ﷺ) হাত উঠিয়ে স্বরবে দু'আ করেছেন এবং মুক্তাদী ছাহাবাগণ আমীন আমীন বলেছেন। (বুখারী হাঃ ১০০৬, আবূ দাঊদ ২/১৪৩ হাঃ ১৪৪৩, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ২৭৪৬, ছিফাতুছছলাত ১৭৮ পৃঃ)

জবাব ঃ

১। এ কিয়াস ছহীহ কিয়াস নয়। কারণ ছহীহ কিয়াসের সংজ্ঞায় পড়ে না– আর তার সংজ্ঞা এই–

تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما » رسائل الدعوة السلفية ٣٥٨

শাখা বিষয়কে মূল বিষয়ের সাথে একত্রকারী কারণ থাকার জন্য বিধানের ক্ষেত্রে দু'টিকে একাকার করণ। রাসায়েলুদ দাওয়াহ আসসালাফিয়াহ্ ৩৫৮

কুনূত, ইস্তিস্কার ও ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর বিধানের ক্ষেত্রে একত্রকারী কারণ এক পাওয়া যায় না। বরং পার্থক্যের অনেক দিক বিদ্যমান। কুনূতের দু'আ ছলাতের ভিতর রুকূর পর এবং নির্দিষ্ট কারণে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী করা চলবে। এমনিভাবে ইস্তিস্কার ব্যাপারটিও। অনাবৃষ্টির সময় জুমআর খুৎবাহ ইস্তিস্কার খুৎবাহ ভিতরে ছলাতের পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায়। কিবলামুখী হয়ে বা হাতের পৃষ্ঠদেশ উপরে ও বেশী পরিমাণ হাত উচু করে দু'আ করার নিয়ম রয়েছে। (দেখুন বুখারী হাঃ ১০১৩, ১০১৪, ১০২৯; আবূ দাউদ ও মুসলিম এর হাওয়ালায় ফাতহুল বারী ২/৬০১) আর তথাকথিত প্রচলিত আহলে হাদীছগণ কিয়াস মানে না। তবে এখানে কেন কিয়াস তাদের সম্বল হলো?

অষ্টম সংশয়

হয়তবা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছলাতের পর ছাহাবাদেরকে নিয়ে দলবদ্ধভাবে দু'আ করেছেন কিন্তু বর্ণনা করতে ছাড়া পড়েগেছে

ছলাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আকারীগণ একটি ছলাতেও নবী (ﷺ) থেকে এভাবে দু'আ করার সপক্ষে একটিও হাদীছ না পাওয়ার কারণে মূর্খদের মত একটা কথা বলে ; হয়তোবা রাসূল (ﷺ) এভাবে

সম্মিলিতরূপে দু'আ করেছেন। দৈব কারণে তা কেউ বর্ণনা করেনি। বর্ণিত হয়নি বলে এর অস্তিত্ব নেই এটা বলা যাবে না। এই মূর্খতার জবাব দিয়েছেন ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) মৃত্যু ৭৫১ হিঃ তার চার খণ্ড বিশিষ্ট উচ্চমানের গবেষণাধর্মী কিতাব ই'লামুল মুওয়াক্কিঈনে ঃ তিনি নবীর সুন্নাহ ও তার সংকলন ব্যবস্থাকে চারভাগে ভাগ করেছেন (১) নবী (ﷺ)-এর বাণী ও বক্তব্য (২) তাঁর আমল-আচরণ বা কাজ (৩) কেউ তার সম্মুখে কিছু করলে বা বললে নিরবতা অবলম্বন করে সমর্থন করা। (৪) বর্জনগত সুন্নাত অর্থাৎ নবী ছঃ যা ছেড়ে দিয়েছেন (কথা হোক বা কাজ ওটা ছেড়ে দেয়াই সুন্নাত)। (দ্বিতীয় খণ্ড ২৭৮ পৃঃ)

চতুর্থ প্রকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলেছেন ঃ

أما نقلهم لتركه فهو نوعان وكلاهما سنة أحدهما تصريحهم بانه ترك كذاوكذا ولم يفعله كقولهم: في شهداء أحد : لم يغسلهم ولم يصل عليهم» وقوله في صلاة العيد:« لم يكن أذا ن ولا إقامة ولا نداء» وقولهم في جمعه بين الصلاتين : ولم يسبح بينهما ولا علي أثر واحدة منهما» ونظائره والثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أكثرهم أوواحد منهم على نقله فحيث لم ينقله واحد البتة ولا حدث في مجمع أبداعلم أنه لم يكن وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يومنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أوفى جميع الصلوات ومن المتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا إمرأة البتة–فان تركه سنة كما ان فعله سنة فإذا استحببنا فعل ما ترك كان نظيرا استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق، فإن قيل من اين لكم انه لم يفعله، وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته ، وما كان عليه، ولو صح هذا السؤال وقُبل لاستحب مستحب الاذان للتراويح وقال من أين لكم انه لم ينقل ؟ واستحب لنا مستحب أخر الغسل لكل صلاة وقال من اين لكم انه لم ينقل ؟ واستحب لنا مستحب أخر النداء بعد الاذان للصلاة : يرحمكم الله ورفع بها صوته وقال من أين لكم أنه لم ينقل ..... وانفتح باب البدعة

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছেড়ে দেয়ার বর্ণনা দু' প্রকার এবং উভয় প্রকারই সুন্নাত। **এক প্রকার ঃ** বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে; নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অমুক অমুক বিষয় ছেড়ে দিয়েছেন বা করেননি যেমন ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরক গোসল করাননি এবং তাদের উপর জানাযার ছলাতও পড়েননি। তার ঈদের নিয়ম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আযান ইকামাত ডাকাডাকি কিছুই ছিল না। দুই ওয়াক্ত একত্রিত পড়ার ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন যে, দুই ওয়াক্তের মাঝে বা কোন ওয়াক্তের আগে বা পরে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন সুন্নাত নফল পড়তেন না। এরূপ আরো উদাহরণ। **দ্বিতীয় প্রকার ঃ** এমন বিষয় যা বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় আসেনি অথচ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি তা করতেন তাহলে তাদের দৃঢ় মনবল ও প্রস্তুতি ছিল তা বর্ণনা করার। সবার না হলেও অধিকাংশ বা একেকজনেরও তো ছিল।

যেহেতু একজনও তা বর্ণনা করেনি কোন লোক সমাগমেও কখনো বলেনি এ হতেই জানা গেল যে, এ বিষয়টি ঘটেনি। যেমন তাঁর ছলাতে মগ্ন হওয়ার সময় উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া ছেড়ে দেয়া, ফজর ও মাগরিব বা সকল ছলাতের পর মুক্তাদীদের সম্মুখীন হয়ে দু'আ করা এবং তাঁর দু'আর উপর তাদের আমীন আমীন বলা ছেড়ে দেয়া .....।

এমনটি হতেই পারে না যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে কাজটি করেছেন অথচ ছোট-বড়, নারী-পুরুষের কেউ সেটা বর্ণনা করবে না। অতএব, নবী (ﷺ)-এর ছেড়ে দেয়া বিষয় ছেড়ে দেয়া টাই সুন্নাত যেমন তাঁর কৃত কাজ (খাছ প্রমাণিত না হলে) করা সুন্নাহ। কাজেই তিনি যা ছেড়ে দিয়েছেন তা করা মুস্তাহাব মনে করা–তিনি যা করেছেন তা ছেড়ে দেয়া মুস্তাহাব মনে করারই মত, দু' অবস্থার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

যদি বলা হয় যে, আপনারা কোথায় এ কথা বলার অধিকার পেলেন যে (বর্ণিত হয়নি বলে) নবী (ﷺ) সেটি করেননি, বর্ণিত না হওয়া না ঘটা অনিবার্য করেনা?

এ ধরনের প্রশ্ন নবী (ﷺ)-এর নির্দেশনা, তরীকা ও যে নীতির উপর তিনি বহাল ছিলেন তা জানার বহু দূরবর্তী ব্যবস্থা। এমন প্রশ্ন করা যদি শুদ্ধই হয় তবে যে কোন মুস্তাহাব মনে কারী তারাবীহ (প্রথম রাত্রে তাহাজ্জুদ)-এর আযান দেয়া

মুস্তাহাব মনে করবে এবং বলবে যে, কোথায় পেলেন বর্ণিত হয়নি? আরেক মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) মনে করী বলবে প্রত্যেক ছলাতের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব কোথায় পেলেন বর্ণিত হয়নি? অপর মুস্তাহাব মনে কারী আযান শেষে উচ্চস্বরে 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ" ধ্বনি উচ্চারণ মুস্তাহাব মনে করবে এবং বলবে কোথায় পেলেন এটা বর্ণিত হয়নি....। এভাবে বিদআতের দরজাই খুলে যাবে। আর প্রত্যেক বিদআত আবিষ্কারকারী বা বিদআতের দিকে আহবানকারী বলবে কোথায় পেলেন এটা করা বর্ণিত হয়নি। দেখুন ই'লামুল মুআক্বক্বিঈন ২/২৮১-১৮২ পৃঃ।

ইবনুল ক্বায়ইম (রহঃ)-এর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ কথা হলো এই যে, যার করার সমর্থনে দলীল নেই হয়তোবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করেছেন এ ধারণায় কোন আমলকে জায়িয বললে একদিকে যেমন সমস্ত বিদআত নেকীর ও ইসলামী কাজ বলে পরিগণিত হবে। অন্যদিকে ইসলামের ভিতর বহু নিয়ম কানুন ঢুকে যাবে যা নবী (ﷺ) ও ছাহাবাদের ছেড়ে যাওয়া ইসলামে আদৌ নেই যেমন প্রতি ছলাতের পূর্বে গোসল করা, তারাবীহর জন্য আযান দেয়া, আযানের পূর্বে দরূদ ও সালাম পাঠ করা। ইকামত ও আযানের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করা, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সম্মিলিতভাবে দু'আ করা। একামতের পূর্বে দরূদ ও সালাম পাঠ করা। মীলাদুন্নবী উদযাপন ও মীলাদ পাঠ করা..... ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ পাওয়া যায় না, কিন্তু হয়তোবা নবী (ﷺ) ও ছাহাবাগণ এগুলো করেছেন কিন্তু বর্ণনা করা হয়নি এ সম্ভাবনায় সব জায়িয হয়ে যাবে।

অতএব যে আমলের সমর্থনে কোন গ্রহণ যোগ্য দলীল নেই হয়তবা নবী (ﷺ) করেছেন এ সম্ভাবনার অজুহাতে তা করা কোন মু'মিনের পক্ষে সমীচীন নয়।

নবম সংশয় ঃ (নিষেধ তো করেননি)

বাপ-দাদা কর্তৃক ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর নতুন প্রথা ও অভ্যাসকে দলীল দ্বারা সিদ্ধ বা জায়িয সাব্যস্ত করার চেষ্টায় যারা ব্যর্থ হয় তারা শেষ পর্যন্ত এ সংশয়টিকে তাদের শেষ সম্বল হিসাবে ব্যবহার করেন। বলেন যে, নিষেধ তো করেননি।

পাঠকবৃন্দ যাদের মুখ দিয়ে এ কথাটি বের হয় জানবেন এটা তাদের মুখের স্বীকৃতি যে, নবী (ﷺ) নিজে এ পদ্ধতিতে ছলাতের পর দু'আ করেননি, নির্দেশ

ও অনুমোদনও দেননি। এ তিনটির কোন একটি থাকলে অবশ্যই তা উল্লেখ করতো; এ বিদআতী ও কুফরী যুক্তির অবতারণা করতো না। নবী (ﷺ) নিষেধ করেননি এ যুক্তিতে নতুন কোন এবাদত শরীয়ত সম্মত বলা হলে, পৃথিবীতে এ যাবৎ যত বিদআত চালু হয়েছে ও হবে এ সমস্ত বিদআত শরীয়ত সম্মত ইবাদতে পরিণত হবে।

কারণ এগুলোর কোনটিকেই নবী (ﷺ) নাম ধরে নিষেধ করেননি। আর এটা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। কারণ বিদআত তো হলো ঐ কাজ বা আচার-অনুষ্ঠান যা ধর্মীয় ও এবাদত তথা নেকী লাভের উদ্দেশ্যে পালন করা হয় অথচ নবী ও ছাহাবীদের যুগে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। যে এবাদত বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ছিল না তা তিনি কিভাবে নিষেধ করবেন? এজন্য ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিষেধ তো করেননি বাক্যটি শব্দগত ভাবে মার্জিত ও সহজ মনে হলেও দাবীগতভাবে বিরাট ধরনের কুফরী ও বিদআতী কথা। এই একটি যুক্তির মাধ্যমে পুরা ইসলাম ধ্বংস করা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ কিছু বিষয় বা পদ্ধতি নিম্নে তুলে ধরা হলো যা নবী (ﷺ) নিষেধ করে যাননি।

১। ছলাত ও অন্যান্য এবাদতের পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে পড়েছেন পাওয়া যায় না তবে নিষেধ করেছেন এটাও পাওয়া যায় না।

২। ছলাতের পূর্বে বিভিন্ন ধরনের দু'আ পাঠ করা। যেমন– কিছু ভাই إني وجهت.... পাঠ করে থাকেন। নবী (ﷺ) ছলাতের পূর্বে এ ধরনের দু'আ পাঠ করতেন, এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে নিষেধ করেছেন এ মর্মেও কোন দলীল নেই।

৩। নবী (ﷺ) প্রতি রাক'আতে একটি রুকূ দু'টি সাজদাহ করেছেন কিন্তু দু'টি রুকূ ও চারটি সাজদাহ করতে নিষেধ করেননি বরং বিদআতীদের কায়দায় দলীলের আশ্রয় নিলে এর সপক্ষে দলীলও পাওয়া যাবে। নবী (ﷺ) বলেছেন, عني। على نفسك بكثرة السجود নবী (ﷺ) তার এক খাদিমকে বলেছিলেন "তুমি নিজের ব্যাপারে বেশী বেশী সাজদাহর মাধ্যমে আমাকে সাহায্য কর । (মুসলিম শরীফ)

৪। নবী (ﷺ) যোহর ৪, আছর ৪, মাগরিব ৩, এশা ৪, ফজর ২, জুমআহ ২ রাকআত করে ফরয ছলাত আদায় করেছেন ও করতে বলেছেন কিন্তু

কোন হাদীছে এর চেয়ে বেশী রাকআত পড়তে নিষেধ করেনি। অনুরূপভাবে সাজদাহ আগে ও রুকূ পরে করতেও নবী (ﷺ) নিষেধ করেননি। বরং এর সমর্থনে বিদআতীদের কায়দায় পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল নেয়া যাবে। আর যেহেতু ছলাত উত্তম এবাদত এ যুক্তিতেও এরূপ করা চলে।

৫। যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে একটি নফল ছলাতের প্রবর্তন করলাম যার নাম দেয়া হলো ছলাতুল "কুরবাহ" নৈকট্য অর্জনের ছলাত। কারণ এই ছলাত চালু করতে নবী (ﷺ) নিষেধ করেননি।

৬। মাগরিব ও ইশার মাঝে ছলাত বিররুল ওয়ালিদাইন চালু করার প্রস্তাব রাখলাম। যেমন কোন কোন দেশে এর অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ এর ব্যাপারে নবী (ﷺ) থেকে নিষেধ আসেনি।

৭। নবী (ﷺ) সপ্তাহে একদিন জুমআহ পড়েছেন একাধিক দিন পড়তে নিষেধ করেননি। তাহলে একাধিক দিন জুমআ পড়াও জায়েয হওয়ার কথা।

৮। নবী (ﷺ) পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত একটা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করেছেন কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত একবারে বা দুইবারে বা তিন বারে পড়তে নিষেধ করেননি। যার জন্য বর্তমান যুগের শিয়ারা তিন বারে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত পড়ে থাকে। যোহরের সাথে আছর ও মাগরিবের সাথে ইশা এবং ফজর আলাদ ভাবে। এরূপ সফরে করা যায়। মক্বীম অবস্থাতেও নির্দিষ্ট কিছু কারণে এরূপ করা যায় যার দলীল হাদীছ অধ্যয়নকারীদের নিকটি পরিচিত। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ও সময়ে নিয়মিত এভাবে পাচ ওয়াক্ত ছলাত নিষেধ করেছেন এ মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

৯। সালামের পরিবর্তে অন্য কোন নিয়মে ছলাত সমাপ্ত করতে নবী (ﷺ) নিষেধ করেননি। অতএব এ নিয়মে ও সলাত সমাপ্ত করা যাবে। যেমনটি হানাফী মাযহাবে জায়িয আছে।

১০। মীলাদ ও ঈদে মীলাদুন্নাবী উয্যাপন্ন করতে নবী (ﷺ) নিষেধ করেননি।

১১। হজ্জের মাসের বাইরে অন্য কোন মাসে হজ্জ পালন করতে নবী (ﷺ) নিষেধ করেননি। অতএব যে কোন মাসে হজ্জ করা বৈধ ও শুদ্ধ হওয়া উচিত।

এভাবে নবী(ﷺ) নিষেধ করেন নি এ যুক্তির মাধ্যমে বিদআতের বিরাট পাহাড় ইসলামে ঢুকে যাবে এবং ইসলামের চেহারায় পাল্টে যাবে। অতএব এ যুক্তি দিয়ে যারা ছলাতের পর সম্মিলিত দুআ সাব্যস্ত করেন তারা বিরাট অপরাধ ও মুর্খতার ভিতর ডুবে রয়েছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও রক্ষা করুন।

এছাড়াও নবী (ﷺ) যে ভাষা ও ভঙ্গিতে অন্যান্য বিদআত নিষিদ্ধ করেছেন এর চেয়ে স্পষ্টভাবে ছলাতের পর প্রচলিত সম্মিলিত দুআ নিষেধ করেছেন। কিন্তু সুন্নাত বিদআত সম্পর্কে সম্যক ও সুষ্ঠ জ্ঞান না থাকার কারণে আমাদের দেশীয় মৌলভি সাহেবরা বুঝে কুলাতে পারেনা।

নিষেধের অনেক ভাষা ও ভঙ্গি রয়েছে মৌলভী সাহেবরা দুনিয়াবী ক্ষেত্রে ওসব ভাষাভঙ্গী ব্যবহার করতে জানলেও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তা জানে না। নিম্নে দুনিয়াবী ক্ষেত্রে নিষেধের কিছু ভাষাভঙ্গি উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) নিষেধের স্পষ্ট ও সহজ কিছু শব্দ হলো– (১) নিষেধ ঃ যেমন এটা করতে নিষেধ করলাম।

(২) "না" বা "নয়" যেমন-ইহা করিওনা। ইহা করা ঠিক নয়।

(খ) নিষেধের অস্পষ্ট ভঙ্গি ঃ

(১) ইতিবাচক ভঙ্গি যেমন ১। ধরিয়া থাক-এর অর্থ ছাড়িওনা বা ছাড়া নিষেধ। অনুরূপভাবে ছাড়িয়া দাও-অর্থ ধরিয়া রাখিওনা বা ধরে রাখা নিষেধ।

২। পরিত্যাজ্য বা প্রত্যাখ্যাত ঃ অর্থ গ্রহণ করা নিষেধ বা গ্রহণীয় নয়।

(২) বিধান উল্লেখ করে নিষেধ করা যেমন হারাম বা অবৈধ ঃ যদি বলা হয় এটা তোমার জন্য হারাম তার অর্থ এটা করা তোমার জন্য নিষেধ বা করা চলবেনা। বা এটা করোনা। যেমন মাকে বিবাহ করা হারাম, এর অর্থই নিষেধ। যদি বলা হয় মাকে বিবাহ করা হরাম, নিষেধ নয় তাহলে নিরেট বোকামী হবে। এমনি ভাবে নবীর বিপরীত ও বিরোধিতা করা হারাম। এর মানেই নিষেধ।

(৩) সংখ্যা উল্লেখ করে নিষেধ করা। এক জন আসেন একটি টাকা দিবো। তবে দ্বিতীয় জনের যাওয়া নিষেধ এবং তার জন্য এমন বলাও শোভা পাবেনা যে দ্বিতীয় তৃতীয় জনকে আসতে নিষেধ করেননি।

(৪) শর্ত উল্লেখ করে নিষেধ করা। যদি বলা হয় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কামিল পাশ একজন শিক্ষক নেয়া হবে। তাহলে ফাযিল,আলিম,কামিল দ্বীতিয় তৃতীয় বিভাগ আসা নিষেধ। নিষেধ করেননি এ যুক্তি এখানে চরম পর্যায়ের বোকামী।

(৫) দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি নিষেধের মাধ্যমে দ্বিতীয়টিও নিষেধ করা।

যেমন করীম কি তোমাদের ঘরের ভিতরে শুয়ে আছে? এর উত্তরে যদি বলা হয় করিম আমাদের ঘরেই আসেনি। এর অর্থ হলো করিম ঘরে শুয়ে নেই। ঘরে

শুয়ে নেই– যদিও বলা হয়নি নির্ঘাতভাবে এটাই মনে করা হয়। কারণ ঘরে শোয়ার পূর্বে ঘরে আসা পাওয়া যেতে হবে। ঘরে না আসলে তো ঘরে শোয়ার কল্পনাই করা যেতে পারে না।

যদি কেউ ঘরে আসেনি থেকে শোওয়ার অস্তিত্ব অস্বীকার না করে তবে সে গাধার চেয়েও বোকা এতে কোন সন্দেহ নেই।

(৬) শাস্তি উল্লেখ করে নিষধ করা ঃ যথা যে আমার বিরোধিতা করবে তাকে এত কোড়া মারা হবে বা এত টাকা জরিমানা করা হবে। এর অর্থ আমার বিরোধিতা করা নিষেধ বা আমার বিরোধিতা করোনা।

উপরোক্ত ভাষা ও ভঙ্গি ব্যবহার করে দুনিয়াবী বিভিন্ন বিষয় বস্তু নিষেধ করা হয়। এধরণের ভাষা ও ভঙ্গির মাধ্যমে ছলাতের পর প্রচলিত সম্মিলিত দুআ সহ সকল বিদআত নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করে গেছেন।

খ। ৫নং নিষেধ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের হাদীছ ও তদানুসঙ্গিক দলীলসমূহে ঃ

عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذاالجلال والإكرام» رواه مسلم ٥/٩٠

হযরত আইশাহ (রাযি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরার পর এ দুআটি পাঠ করা সমপরিমান সময় ছাড়া বসতেন নাঃ "আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।" মুসলিম ৫/৯০ অন্য বর্ণনা মতে এর পূর্বে তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ পাঠ করার কথা পাওয়া যায়। মুসলিম ৫/৮৯

কোন কোন রিওয়ায়াতে পাওয়া যায় সালাম ফিরার সাথে সাথে এই দুআটি পাঠ করতেন (অর্থাৎ পূর্বের দুআর পরিবর্তে) ঃ

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد »

মুসলিম ৫/৯০

এ কারণেই পূর্বের হাদীছে উক্ত দু'আ পাঠ করার সমপরিমান সময় বসতেন বলা হয়েছে নির্দিষ্ট করে ঐ দুআ পড়তেন তা বলা হয়নি।

বুখারীতে উম্মু সালামার বর্ণিত হাদীছে পাওয়া যায় ঃ

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا، قال ابن شهاب –ـ فنري والله اعلم – لكي ينفذ من ينصرف من النساء» وفي رواية: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه البخاري ٢/٣٨٩ رقم ٨٤٩، ٨٥٠)

নবী (ﷺ) সালাম ফিরার পর তার ছলাত আদায়ের স্থানে খুব স্বল্প সময় বসতেন। ইবনু শিহাব বলেন-আল্লাহ বেশী ভাল জানেন– আমরা মনে করি এ স্বল্প সময়টুকু এ জন্য বসতেন যাতে জামাতে শরীক হওয়া মহিলারা (পুরুষদের পূর্বেই) মসজিদ থেকে বের হতে পারে। অন্য বর্ণনায় এসেছে-নবী (ﷺ)র সালাম ফিরা মাত্র মহিলারা নবী (ﷺ)-এর বাড়ি ফিরার পূর্বেই মসজিদ থেকে ফিরে যেয়ে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করতেন। বুখারী ২/৩৮৯ হাঃ নং ৮৪৯, ৮৫০

ইবনু হাজার রহঃ বলেন নবী (ﷺ)র এ পরিমাণ বসা ছিল সালাম ফিরানো ও মুক্তাদীদের সম্মুখস্ত হওয়ার পর। ফাতহুল বারী ২/৩৮৯

মহিলারা সালাম ফিরার সাথে সাথে উক্ত দুআ পাঠ না করেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেত। মহিলাদের এত তাড়াতাড়ি বের হওয়া থেকেও প্রমানিত হয় যে বর্তমান যুগের ছলাতের পর সম্মিলিত দুআ নবীর যুগে ছিলনা। যদি থাকতো তাহলে মহিলারা সালামের পর সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের হতনা বরং দু'আয় শরীক হতো।

মাওলানা আলীমুদ্দীন সাহেব জুমু'আর দুই আযান ও মুনাজাত নামক পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ

মুছন্নাফের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪২ পৃষ্ঠার ৩২১৫ নং হাদীসে এসেছে ঃ

كان أبو بكر رضى الله عنه إذا سلم كان على الرضف حتى ينهض

আবু বাকার (রাঃ) ফরয নামাযে সালাম ফিরে দাড়িয়ে যেতেন এমন

দ্রুতভাবে যেন তিনি গরম পাথরে দাড়িয়ে ছিলেন। অর্থাৎ উক্ত স্থান ত্যাগ করতেন এবং অন্যত্র বসে যিকির আযকার করতেন। ইহা দ্বারা প্রচলিত দু'আ করার কথা আদৌ প্রমাণিত হয় না। উক্ত মুসান্নাফের ৩২১৮ নং হাদীসে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

إذا سلم الإمام فليقم وإلا فلينصرف عن مجلسه

অর্থাৎ ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন তার উচিত দাঁড়িয়ে যাওয়া অথবা তার স্থান থেকে সরে যাওয়া।

উক্ত হাদীস গ্রন্থের ৩২৩১ নং হাদীসে আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন ঃ

صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وكان ساعة يسلم يقوم ثم صليت وراء ابي بكر فكان إذا سلم وثب كانما يقوم عن رضفة

অর্থ ঃ আমি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি সালাম ফিরার পরই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং আবু বকর (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনিও সালাম ফিরার সাথে সাথে এমন দ্রুত উঠতেন, যেমন গরম পাথর থেকে উঠছেন) (পৃষ্ঠা ১১) পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন ৫নং নিষেধ পন্থাটি এখানে পাওয়া যায় কিনা? অবশ্যই পাওয়া যায়। ছলাতের পর প্রচলিত পদ্ধতি, ইমাম ও মুক্তাদীর সম্মিলিত দুআর জন্য পূর্বশর্ত হলো ইমামের বসা। হাদীছে যেহেতু পাওয়া গেল নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত দুআ পড়ার সমপরিমাণ সময় ছাড়া বসতেন না। সেখানে এ প্রচলিত দুআ কিভাবে করতেন। তার মানে কি এটা নয় যে, প্রচলিত দুআও করতেন না।

কারো মাথায় একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নবী (ﷺ) থেকে ছলাতের পর পঠিতব্য অনেক দু'আ পাওয়া যায়, যে গুলো পড়ার প্রতি আপনারাও বারবার তাগীদ দিয়ে আসছেন সেই দু'আগুলো কখন বা কি অবস্থায় পড়তেন?

উত্তর ঃ ছলাতের পর পঠিতব্য দুআগুলো বসে পড়া দাড়িয়ে পড়া ও চলমান অবস্থায় পড়া কিছুই উল্লেখ নেই। অতএব উপরোক্ত একটি দু'আ ইমামতির স্থানে বসে এবং বাকী দুআগুলো বাকী দুই অবস্থার মাঝে আম থাকবে। অথবা যেহেতু তিনি ছলাত শেষ করে পূর্বোল্লিখিত দু'আটি পাঠ করে বাড়িতে চলে যেতেন তাই বাড়িতে যেতে যেতে বা যাওয়ার পর বসে বসে পড়ারও সম্ভাষণ রয়েছে। কিংবা ইমামতের স্থান ত্যাগ করে মসজিদেই অন্য কোন স্থানে বসে পড়তেন।

তবে পুরুষ মুক্তাদীর ক্ষেত্রে ছলাত আদায়ের স্থানে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে ও চলমান সর্বাবস্থায় পড়ার সুযোগ রয়েছে। কারণ বিভিন্ন হাদীছে পাওয়া যায় যে, নবী (ﷺ) চলে গেলেও ছাহাবাগণের অনেকেই বসে থাকতেন।

ফজর ছলাতের পর থেকে সূর্য উঠার পরও কিছুক্ষণ যিকর আযকারে বসে থেকে ছলাতুল ইশরাক্ব বা ছালাতুয যুহা পড়ার ফযীলতের অনেক হাদীছ এসেছে। ছলাত শেষ করেও মসজিদ থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে প্রয়োজন থাকলে তো কোন কথাই নেই। এ ছাড়াও কাজ করতে করতে কিংবা হাটতে হাটতে যিকর আযকারগুলো পাঠ করা যায়।

আল্লাহ বলেন–

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون (الجمعة ١٠)

ছলাত সমাধা হয়ে গেলে যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সংগ্রহ কর, এবং বেশী বেশী আল্লাহর যিক্র কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ইবনু কাছীর রহঃ (ওয়াযকুরুল্লাহা কাসীরা) এর তাফসীরে বলেছেন ঃ

أي حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا الله ولا تشغلكم الدنيا عن ما ينفعكم في الدار الأخرة (٣٦٧/٤)

অর্থাৎ ছলাত থেকে বেরিয়ে তোমরা তোমাদের কেনা বেচা, গ্রহণ-প্রদান সর্বাবস্থায় বেশী বেশী আল্লাহর যিক্র কর, দুনইয়া যেন তোমাদেরকে আখিরাতের কল্যাণ সংগ্রহ থেকে অমনোযোগী না করে। (ইবনু কাছীর ৪/৩৬৭।

নবী (ﷺ)-এর সালাম ফিরার পর ৩টি অবস্থা পাওয়া যায়–

১। দু'আ করলে সালাম ফিরার পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বা না করে اللهم انت السلام। এই দু'আ পাঠ করা সমপরিমাণ সময় বসতেন। এর চেয়ে বেশী নয়।

২। সালাম ফিরানোর পর সাথে সাথে উঠে যেতেন, বিশেষ প্রয়োজন থাকলে তো আরই এরূপ করতেন।

৩। যদি নবী (ﷺ) ছলাতের পর উক্ত দু'আ পাঠ করার সম পরিমাণের চেয়ে বেশীক্ষণ বসতেন, তাহলে হয় তা'লীমের বা কোন বিষয়ে আলোচনা অথবা স্বপ্ন শুনা ও তার তা'বীরের জন্য।

সালাম ফিরার পর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি করতেন এ

বিষয়ে যে সমস্ত হাদীছ এসেছে সেই হাদীছ গুলো থেকে এ তিনটি অবস্থা পাওয়া গেছে। এ ধরনের বেশ কিছু (১২ খানা) হাদীছ শ্রদ্ধাস্পদ ও সুযোগ্য আলিম মোহাম্মদ রিযাউল্লাহ সাহেব তার "বিশ্ব নবীর নামায ও দু'আর পরিচয়" নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন।* (পৃঃ ১১৯-১২৪)

খ) ৪নং নিষেধ পদ্ধতি নিম্নের হাদীছে ব্যবহৃত হয়েছে যাতে ১নং নিষেধ পদ্ধতিও শামিল হয়েছে ঃ

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (متفق عليه)

"যে ব্যক্তি কোন আমল করবে অথচ সেই আমলের সমর্থনে আমাদের (কুরআন হাদীছের) নির্দেশ নেই তাহা পরিত্যাজ্য" (বুখারী ফাতহ সহ) ১৩/৩২৯, মুসলিম (নববী সহ) ১২/১৬ পৃঃ, আবূ দাউদ ৫/ ১৩ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ৫/২২৪, আল-ইতিছাম ১/২৫৯ পৃঃ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তিই নির্দেশ পাওয়া ছাড়া কোন আমল করবে তার সেই আমলই প্রত্যাখ্যাত হবে। আর যে আমল প্রত্যাখ্যাত তা করা নিষেধ। কেননা কোন পাগলও বলবেনা প্রত্যাখ্যাত কাজ শরীয়তে অনুমোদিত ও সিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছে আমল বা কাজ বলতে ধর্মীয় কাজ উদ্দেশ্য যা এবাদত ও ছাওয়াবের আশায় করা হয়। দুনিয়াবী কাজকর্ম উদ্দেশ্য নয়। বরং দুনইয়ার জীবন যাত্রার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের উপায় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের অনুমতি রয়েছে। শুধু অনুমতিই নয় বরং তাকীদও এসেছে। যেমন বিভিন্ন প্রকার যানবাহন, যন্ত্রপাতি, খবরাখবর সরবরাহ ও সংগ্রহের উপকরণ সমূহ, কম্পিউটার, হাসপাতাল চিকিৎসার যন্ত্রপাতি যুদ্ধাস্ত্র ও প্রচার মাধ্যমসমূহ ইত্যাদি। ফাতহুল বারী ৫/৩৫৭ ও আমার আরবী ভাষায় রচিত "সামাহাতুল কুরআন ফী ইবাহাতিল ইসতিমতা বিমুতাইল হায়াতুদ্দুনইয়া দ্রষ্টব্য।

অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা এসেছে ঃ রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (متفق عليه)

যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের ভিতর নতুন কিছু আবিষ্কার করবে যা এর

অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। বুখারী ফাতহ সহ ৫/৩৫৫ কিতাবুল ছুল্হ, মুসলিম ১২/১৬, আবূ দাউদ ৫/১২ ইবনু মাজাহ ১/৭ পৃঃ

এ হাদীছ সম্পর্কে ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার বলেন ঃ

قال النووى:هذا الحديث مما ينبغى الاعتناء بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك وقال الطرقي : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع ،فتح الباري ٥/٣٥٧ شرح مسلم ١٢/١٦

ইমাম নব্বী বলেন এই হাদীছের প্রতি গরুত্ব দেয়া উচিত একে হিফয করা এবং অন্যায়কে বাতিল প্রমাণ করার জন্য ব্যবহার করা ও ব্যাপকভাবে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করার মাধ্যমে।

বিশিষ্ট বিদ্বান ত্বারাকী বলেন, এ হাদীছটি শরীয়তে ইসলামীর দলীল সমূহের অর্ধেক হিসাবে নাম করণের উপযুক্ত। ফাতহুল বারী ৫/৩৫৭, শারহু মুসলিম, নববী ১২/১৬ পৃঃ।

উপরোক্ত হাদীছের নির্দেশনা এই যে, যেই আমলের সমর্থনে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ ও অনুমোদন নেই তা করলে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যাত হবে। অতএব ধর্মীয় বলে বা ছাওয়াবের আশায় কোন কাজ করতে গেলেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ ও অনুমোদন তালাশ করতে হবে। যদি নির্দেশ ও অনুমোদনের কোন হাদীছ বা দলীল না পাওয়া যায় তবে ঐ কাজ করলে অগ্রাহ্য হবে। অগ্রাহ্য মানেই গ্রহণীয় নয় বা নিষেধ। আলাদা স্পষ্ট ভাষায় এর নিষেধ সূচক শব্দের আদৌ প্রয়োজন নেই।

খ/৫ নিষেধ পদ্ধতি নিম্নের হাদীছটিতেও পাওয়া যায়, ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে খ/১ নং পদ্ধতিও পাওয়া যাবে ঃ

عن ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذرونى ما تركتكم» رواه مسلم باب فرض الحج مرة فى العمر ٩/١٠٠

আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবাহ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "হে জনমণ্ডলী নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন অতএব তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি বললেন,হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ ফরয? এতদশ্রবণে তিনি নিরব থাকলে ; ঐ ব্যক্তি উক্ত কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি যদি বলতাম "হ্যাঁ" তবে তা ওয়াজিব হয়ে যেত– অর্থাৎ প্রতি বছরই হজ্জ পালন করা ফরয হয়ে যেত। অতঃপর নবী (ﷺ) সাবধান করে বলেছিলেন ঃ ذرونى ما تركتكم

তোমরা আমাকে ঐ বিষয়ে ছেড়ে দাও যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। অর্থাৎ আমি যতটুকু বা যে পরিমাণ বলে ক্ষান্ত হবো ততটুকুই যথেষ্ট মনে করবে বা ততটুকুর উপরই ক্ষান্ত থাকবে। এর চেয়ে বেশী করা তো দূরের কথা এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাই করা চলবে না। মোট কথা রসূল (ﷺ) যা ছেড়ে দিয়েছেন উম্মতকেও তা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব ছলাতের পর প্রচলিত সম্মিলিত দু'আ যেহেতু নবী (ﷺ) ছেড়ে দিয়েছেন তাই উম্মতকেও নবীর উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী ছেড়ে দেয়া উচিত।

পাঠক লক্ষ্য করুন নবী (ﷺ) যা ছেড়ে দিয়েছেন সেটা করতে চাইলে অনুমতি লাভের জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। যেখানে তিনি এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা ছেড়ে দিতে বলেছেন সেখানেতো তা করার প্রশ্নই উঠেনা। আর ছেড়ে দাও অর্থই তো করিওনা বা করা নিষেধ।

ক/২ নং নিষেধ পদ্ধতি তথা স্পষ্ট নিষেধ সূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমেও নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ পদ্ধতির জন্য নিম্নের হাদীছটি লক্ষ্য করুন এতে খ/৫ নং নিষেধ পদ্ধতিও রয়েছে।

عن أبي ثعلبة الخشني رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها

---

*ফরয নামাযান্তে সম্মিলিত দু'আর ব্যাপারে কোন নিরপেক্ষ হক প্রিয় ব্যক্তি এই বইটি পড়লেই তার নিকট প্রচলিত দু'আ বিদ'আত বলে প্রমাণিত হবে। বইটিতে সত্যিই লিখক ইলমী আলোচনা করেছেন। যা প্রতিপক্ষের কারো বই এ পাওয়া যায় না।

وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشيا رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»رواه الدارقطني (ص ٥٠٢) وابو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء وحسنه النووى في الاربعين ص٨٩ وحسن قبله الحافظ ابو السمعاني في أماليه ، جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٢٤٢

আবূ ছা'লাবাতাল খুশানী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ(ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ (আমার মাধ্যমে) অনেক কিছু ফরয করেছেন সেগুলো বিনষ্ট করোনা, অনেক সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, অনেক বিষয় হারাম করেছেন সেগুলোর হুরমত ভঙ্গ করোনা এবং অনেক বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করেছেন– তোমাদের প্রতি করুণা বশতঃ ভুলক্রমে নয় সে সম্পর্কে খোঁজ করতে যেওনা। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন দারাকুত্বনী তার সুনান গ্রন্থে পৃঃ ৫০২, আবূ নুআইম তার আলহিলইয়াহ" (حلية الأولياء) গ্রন্থে আবূদ্দারদা রাযিঃ এর বরাতে। ইমাম নববী রহঃ তাঁর كتاب الأربعين النووية চল্লিশ হাদীছের ভাণ্ডার গ্রন্থে এ হাদীছটি উল্লেখ করে হাসান বলেছেন পৃষ্ঠা ৮৯ এবং তার পূর্বে হাফিয আবুস্ সামআনী তার (أمالي) আমালী গ্রন্থে হাসান বলেছেন, দেখুন ইবনু রাজাব বাগদাদী প্রণীত জামিউল উলূম অলহিকাম ২৪২ পৃঃ।

পাঠক হাদীছটির শেষের শব্দগুলো লক্ষ্য করুন! যে সব বিষয়ে (দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়) আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ﷺ) চুপ রয়ে গেছেন। হাঁ, না, কর, বা করোনা কিছুই বলেননি সে সব বিষয় অনেক থাকতে পারে তবে ওগুলো করাতো দূরের কথা নবী (ﷺ) ওগুলো সম্পর্কে খোঁজ করতেই নিষেধ করেছেন।

ছলাতের পর প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্মিলিত দু'আর বিষয়টি এমন যে, এ বিষয়ে নবী (ﷺ) থেকে হাঁ-না, কর, করোনা, কিছুই পাওয়া যাচ্ছেনা বরং এ বিষয়ে আল্লাহ ও তদ্বীয় নবী (ﷺ) সম্পূর্ণ নিরব রয়ে গেছেন। অতএব ইহা করা বৈধ হওয়া তো দূরের কথা এ সম্পর্কে খোঁজ তালাশ করাই নিষেধ। অথচ তথা কথিত বাপ দাদা পূজারী ইলমের কলংক কিছু আলিম নিরব থাকা বিষয়ে খোঁজ করে ও অনুসন্ধান চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, যেহেতু নিষেধ পাওয়া যায়না অতএব ইহা করা বৈধ তো বটেই সুন্নাতও।

উল্লেখ্য যে, কুরআন হাদীছ গবেষণা করে যে কোন শরীয়ত সম্মত আমল ও ইবাদত বিদআত মুক্ত ভাবে সুন্নাতী পন্থায় সম্পাদন করার ছয়টি দিক বা মৌল নীতি পাওয়া গেছে এর সম্ভাব্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল দিকগুলো যে কোন এবাদতে লক্ষ্য ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সামঞ্জস্যশীল কোন একটি দিক যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তা হলে উক্ত এবাদত ও আমল বিদআতে পরিণত হয়ে যাবে। চাই তা ছলাত হোক, চাই তা ছিয়াম হোক আর চাই তা দু'আ ও যিক্‌র হোক। ছয়টি মৌল নীতি হচ্ছে ঃ

১। কারণ, ২। প্রকার, ৩। সংখ্যা ও পরিমাণ, ৪। পন্থা ও পদ্ধতি, ৫। সময়, ৬। স্থান ও অবস্থান। এগুলোর ব্যাখ্যা, দলীল ও উদাহরণ সহ দেখুন আমার লিখিত "কালিমার ব্যাখ্যা" নামক কিতাবে।

দশম সংশয় (যঈফ হাদীছের সংশয়)

ছলাতের পর ইমাম মুক্তাদী মিলে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করার সমর্থনে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে ছহীহ্, দুর্বল এমনকি মাউযূ' হাদীছ পর্যন্ত পাওয়া যায়না। তাই তারা ছলাতের পর একাকী হাত তুলে দু'আ করার সমর্থনে প্রাপ্ত কিছু হাদীছ (অনুর্ধ ১০) নিয়ে তোলপাড় করেন এবং পাখির বুলির ব্যাখ্যায় ডাক্তার, ঠাকুর ও মৌলভী সাহেব যেমন কথা বলেছিলেন* ঐ ধরনের ব্যাখ্যা দান করে নিজেদের প্রচলিত পন্থা সাব্যস্ত করেন।

এ সব হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা শুদ্ধ সাব্যস্ত করার জন্য বলে থাকেন যে, ছহীহ্ হাদীছের মুকাবিলায় (বিপক্ষে) যে দুর্বল হাদীছ পাওয়া যায় তার উপর আমল করা যায় না। কিন্তু যে দুর্বল হাদীছের মুকাবিলায় কোন ছহীহ্ হাদীছ নেই সেই দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়। অতএব যেহেতু এ সকল হাদীছের মুকাবিলায় ছহীহ্ হাদীছ পাওয়া যাচ্ছে না তাই ছলাতের পর হাত তুলে দু'আ করা যাবে বা সুন্নাত।

ছহীহ্ হাদীছের বিরোধী না হওয়া –দুর্বল হাদীছের প্রতি আমল জায়িয হওয়ার অনেকগুলো শর্তের একটি শর্ত, আবেগ তাড়িত ভাইদের যেন ওসব শর্ত জানারই অবসর নেই।

দ্বীন দুনইয়ার এত ঝামেলার ভিতরে থেকেও যে এ শর্তটি জেনেছেন এ জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। কিন্তু এ শর্তটিরও যে বাস্তবতা আছে কিনা এতটুকু সন্ধান করেন নি তাই প্রদত্ত ধন্যবাদ প্রত্যাহার করা ছাড়া

---

* পাখিটি কি বলছে এ প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার বলেছিলেন– পাখিটি বলছে সিবাজাল ট্যাবলেট, ঠাকুর বলেছিলেন– পাখিটি বলছে পিয়াজ, রসুন আদরক। মৌলভি সাহেব বলেছিলেন– পাখিটি বলছে সুবহান তেরী কুদরাত। যার যেমন ধ্যান তার তেমন ব্যাখ্যা।

উপায় নাই। কেননা, এ শর্ত উক্ত হাদীছের বেলায় খাটেনা। কারণ ওসব দুর্বল হাদীছের মুকাবিলায় ছহীহ্ হাদীছ এসেছে ঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والإكرام » رواه مسلم ٥/٩٠

আয়িশা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম ফিরার পর এ দু'আটি পাঠ করার সম পরিমাণ সময় ছাড়া বসতেন না। আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়ামিকাস্ সালাম তাবারকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।" এ হাদীছটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। (আরো বিস্তারিত ভাবে দেখুন অত্র পুস্তকের ১২৯-১৩৩ পৃষ্ঠা, অবশ্যই দেখবেন)

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, হাদীছগুলো আমলযোগ্য তবুওতো ইমাম মুক্তাদীর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করার পদ্ধতি এ সকল হাদীছে ঘুণাক্ষরেও পাওয়া যায় না। একাকী ভাবে পাওয়া যায়। এখানে কোন কোন মুহাদ্দিছ ও বড় আলিমকেও পাখির বুলির ব্যাখ্যায়, ঠাকুর, ডাক্তার ও মৌলভী ছাহেবের অনুরূপ কথা বলতে শুনা যায়। তারা বলেন, **নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করেছিলেন আর সাহাবাগণ কি বে আদবের মত বসেছিলেন এটা হতে পারে নাকি? অবশ্যই ছাহাবাগণও তার সাথে হাত উঠিয়ে তাঁর দু'আয় আমীন আমীন বলার মাধ্যমে শরীক হয়ে থাকবেন।** কোন দলীল ছাড়াই মুহাদ্দিছ ও বিজ্ঞ আলিমগণ শুধু ধ্যান ও বাপ দাদার যুগ থেকে চলে আসা অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে এ ধরনের কথা বলেছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে বিশুদ্ধ ইলম ওয়ালা মুহাদ্দিছ ও সত্যিকারের বিরাট আলিম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বাপ দাদার যুগ থেকে বিনা দলীলে লালিত অভ্যাস ও ধ্যানের বশবর্তী হয়ে কৃত উক্ত পাখির বুলির ন্যায় ব্যাখ্যা ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে নিম্নের হাদীছটিঃ

عن صهيب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيئ فقلت ما هذا الذي تقول؟ قال : «اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل » قال ابن حجر رواه ابن السنى وعنه النووى في كتاب الاذكار، وحسنه عبد القادر الأرنؤوط ص ١١٦

ছুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) ফজরের ছলাতের পর গোপন স্বরে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন দু'আ আউড়ানোর মাধ্যমে তাঁর পবিত্র দুখানা ঠোঁট নাড়াচ্ছিলেন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল এই ঠোঁট নাড়িয়ে আপনি কি বলেন? নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন এই দু'আ ঃ

اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل

"হে আল্লাহ তোমার সাহায্যেই শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করি, তোমার সাহায্যেই আক্রমণ করি এবং তোমার সাহায্যেই যুদ্ধ করি।"

ইবনু হাজর বলেন, এ হাদীছটি ইবনুস্ সুন্নী বর্ণনা করেছেন আর ইমাম নববী তার থেকে স্বীয় গ্রন্থ "কিতাবুল আযকারে" উদ্ধৃত করেছেন, আব্দুল ক্বাদির আরনাউত্ব এটাকে হাসান প্রমাণ করেছেন। (কিতাবুল আযকার পৃঃ ১১৬)

সম্মানিত পাঠক হাদীছটির প্রতি লক্ষ্য করুন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছলাতের পর দু'আ পাঠ করলে গোপন স্বরে পাঠ করতেন। আর গোপন স্বরে দু'আ পাঠ করলে মুক্তাদী কিভাবে শরীক হবে? আর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যদি মুক্তাদীদেরকে তার দু'আয় শরীক করা উদ্দেশ্য হতো তাহলে গোপন স্বরে পাঠ করবেন কেন? আর মুক্তাদী ছাহাবীগণ যদি শরীক হতেন তাহলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি দু'আ পড়ছেন জিজ্ঞাসাই করবেন কেন? কারণ শরীক থাকলে বা করা হলে তো এমনিতেই জানতেন। আর কি দু'আ পড়ছেন তা না জেনে শরীকি বা হবেন কেমন করে?

উপসংশয় ঃ কোন উদারচেতা ব্যক্তি বলতে পারেন যে, যঈফ হাদীছ দ্বারা যেহেতু ছলাতের পর একাকী হাত তুলে দু'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায় তবে এর সাথে সম্মিলিত রূপ ও জামা'আত যোগ করলে দোষ কি? একাকী ও সম্মিলিতভাবে দু'আ করা একই কথা।

উক্ত অপরিণাম ও অদূরদর্শী উদারপন্থীদের বলবো দ্বীনের ভিতর একাকী ও সম্মিলিত রূপ উভয় অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। ছলাতের পর যঈফ হাদীছ অনুযায়ী একাকী হাত উঠিয়ে দু'আ করার বৈধতা থেকে সম্মিলিত অবস্থায় যাওয়া পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতের আগে পিছে সংযুক্ত সুন্নাত ও তাহিইয়াতুল মাসজিদকে জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করার ন্যায় বরং বিদ'আতীদের কায়দায় দলীল দিতে গেলে সম্মিলিত দু'আর তুলনায় এই ছলাতগুলো জামা'আতে আদায় করার পক্ষে যে দলীল পাওয়া যায় তা আরো স্পষ্ট।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

« صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين»
رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة

এক ব্যক্তির জামা'আতে ছলাত আদায় করা তার একাকী ছলাত আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ মূল্য বেশী। হাদীছটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল মাসাজিদ অমাওয়াযি উছছলাত।

উল্লেখ্য যে শুধু হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করলে, ফরয, সুন্নাত ও তাহিয়াতুল মাসজিদ সকল ছলাতকে জামা'আতে পড়লে সাতাশ গুণ ছাওয়াব পাওয়ার কথা বুঝা যাচ্ছে। কারণ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত হাদীছে কোন ছলাতকে নির্দিষ্ট করেননি।

আমি এই জন্যই বলে থাকি যে, হাদীছের প্রেক্ষাপট, অবস্থা, পরিস্থিতি ও নবীর যুগে তার বাস্তবায়নপন্থা ও প্রক্রিয়া ইত্যাদি না জেনে নিজের বুঝে হাদীছ আমল করলে অনেক ক্ষেত্রে হাদীছ মানার মধ্য দিয়েই বিদআত চর্চা করা হয়। যেমনটি আজকাল সচারচার দেখা যায়, এমনকি তথাকথিত বড় বড় আলিম ও লোকদের বলা হক্কানী পীরদের মধ্যেও।

একাদশতম সংশয় ঃ ফাতওয়া নাযিরিয়ার সংশয়

অনেকেই ; বিশেষভাবে আহলে হাদীছগণ ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ সাব্যস্ত করার জন্য ফাতওয়া নাযিরিয়াহর শরণাপন্ন হন। এমনকি অনেকের এ বিষয়ে দৌড় ও একমাত্র সম্বল হলো এই ফাতওয়া নাযিরিয়াহ। কোন কোন জায়গায় অনেক মৌলভী আমার সাথে মুনাযারাহ করতে এসেছে ফাতওয়া নাযিরিয়াহ নিয়ে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টাঙ্গাইল টেঙ্গুরিয়া পাড়া ফাযিল মাদরাসাহ ও কাঞ্চনপুর ফাযিল মাদরাসার প্রবীণ আলিম ও প্রিন্সিপ্যালদ্বয়। এই মুনাযারায় বাত্বিল দারুণভাবে পরাজিত হওয়ায় এবং হক্ব বিজয় হওয়ার ফলে এক সঙ্গে ঐ এলাকার অনেক মসজিদ থেকে ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ নামের বিদআতটি উৎখাত হয়ে সুন্নাতী দু'আ চালু হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, ফাতওয়াহ নাযিরিয়াহ ইসলামের শত শত বিষয়ের ফাতওয়ার সমন্বয়ে লিখিত একটি কিতাব। তার লিখককে আল্লাহ জাযায়ে খাইর দান করুন।

এর ভিতর লিখক সংক্ষেপে হলেও অনেক মাসলা মাসায়েলের ব্যাপারে তার সাধ্য ও গবেষণা মত ফাতওয়া দিয়ে গেছেন। তিনি এ কিতাবে কোথাও এ

দাবী করেননি যে, আমি যেই ফাতওয়া দিলাম ইহাই অকাট্য ও অভ্রান্ত সত্য। এমনকি এর চেয়ে ২০/২৫ গুণ বড় ফাতওয়ার কিতাব মাজমু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ যা ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত এর লিখকও উক্ত দাবী করেননি এবং করলেও তা ঠিক হবে না।

ফাতওয়া নাযিরিয়াহকে যারা ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর পক্ষে দলীল সংগ্রহ বলে গণ্য করে তাদের উদাহরণ হলো মরিচিকাকে পানি ধারণাকারীদের ন্যায়। কারণ তাতে ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর পক্ষে একটি হাদীছও নেই। আছে ছলাতের পর যঈফ হাদীছ দ্বারা একাকী হাত উঠিয়ে দু'আ ও সাধারণ অবস্থায় হাত উঠিয়ে বা না উঠিয়ে দু'আ করার সমর্থনে ও ফযীলতে (পুনরাবৃত্তি ছাড়া) সর্বমোট ৯ খানা হাদীছ। বড় মজার বিষয় তিনি নিজেও ছলাতের পর একাকী হাত উঠিয়ে দু'আ করার হাদীছ গুলোকে যঈফ (দুর্বল) বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন–

رفع اليدين بعد نماز فريضة بعض احاديث ضعيفة سے ثابت هے صـ ١/٥٦٥

ফরয ছলাতের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা কিছু যাঈফ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত (১/৫৬৫ পৃষ্ঠা*)। এমনকি যারা শুধু দু'আ ও তার নিয়ম পদ্ধতির বিষয়ে ফাতওয়া নাযিরিয়ার চেয়ে মোটা ও বিশাল কিতাব লিখেছেন ও এর উপর থিসিস করেছেন তারাও এ বিষয়ে একটিও হাদীছ উদ্ধৃত করতে পারেননি। বরং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ছলাতের পর প্রচলিত সম্মিলিত দু'আ বিদআত। আবূ আব্দুর রহমান জাইলান বিন খাযর আল-আরুসী তার 'আদদুআ' নামক কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৬৯ পৃঃ লিখেছেন ঃ

فأصل الدعاء عقب الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة ..... وإنما كان هذا الدعاء بعد الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة مع ثبوت مشروعية الدعاء مطلقا وورود بعض الاحاديث بمشروعية الدعاء بعد الصلوات خاصة لما قارنه من هذه الهيئة الاجتماعية ثم الالتزام بها في كل الصلوات حتى تصير شعيرة من شعائر الصلاة

---

* যেহেতু মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ফরয ছলাতের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করার হাদীছগুলো দুর্বল (যাঈফ) এজন্য প্রস্তুত করা সত্ত্বেও ওগুলো এক এক করে উল্লেখ করে দুর্বল ও তার কারণ উল্লেখ করা অনর্থক সময় ও কাগজের অপচয় মনে করছি।

فقد وصل الأمر في بعض البلاد إلى أن اعتقد الجهال بأن الدعاء بعد الصلوات بالصورة الجماعية من مستحبات الصلاة مثل الراتبة التى تصلي بعد الصلاة أوأو كدمنها » الدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلامية جـ ٢/٦٦٩

ছলাতের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করা মূলতঃ বিদআত। সাধারণভাবে দু'আ করা শরীয়ত সম্মত হওয়া ও বিশেষ করে ছলাতের পর দু'আ পাঠ করা শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে কিছু হাদীছ সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও ছলাতেরপর সম্মিলিতভাবে দু'আ করা বিদআত এই জন্য যে, এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে সম্মিলিত রূপ ও বাধ্যতামূলক নিয়মিতভাবে প্রত্যেক ছলাতের পর এরূপ করা যার ফলে ইহা ছলাতের নির্ধারিত প্রতীক (আমল) সমূহের একটি প্রতীক হয়ে বসেছে। বরং কোন কোন দেশে বিষয়টি এই পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, জাহিল মূর্খরা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, ছলাতের পরে সম্মিলিত রূপে দু'আ করা ছলাতের সংশ্লিষ্ট মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) আমল সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং ছলাতের পর নির্ধারিত সুন্নাত ছলাতের ন্যায় কিংবা এর চেয়েও তাগিদপূর্ণ।

দ্বাদশতম সংশয় ঃ

ইবনু তাইমিয়াহ ও ইবনু কায়ইম (রহঃ) এর ফাতওয়া নিয়ে সংশয়

প্রথমতঃ ইবনু তাইমিয়াহ (রঃ) ঃ ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর পক্ষপাতি ও বিপক্ষগণ ওলামাগণের ফাতওয়ার শরণাপন্ন হতে যেয়ে উভয় পক্ষকেই ইবুন তাইমিয়াহ (রহঃ) ও তার কৃতিশিষ্য ইবনুল কাইয়িম (রহঃ)-এর ফাতওয়া উদ্ধৃত করতে দেখা যায়। এবার গবেষণা করে দেখা যাক প্রকৃতপক্ষে তাদের ফাতওয়া কোন পক্ষের সমর্থন করে?

পক্ষপাতি ভাইগণ ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ)-এর ফাতওয়ার আশ্রয় নিতে যেয়ে যেই এবারত বা ভাষাটুকু উদ্ধৃত করেন তা হচ্ছে–

ولو دعا الامام والماموم أحيانا عقيب الصلاة لأمرعارض لم يعد ذلك مخالفا للسنة كالذى يداوم على ذلك (مجموع فتاوى ٢٢/٥١٣)

ইমাম ও মুক্তাদী যদি কখনো কখনো ছলাতের পর কোন কারণের সম্মুখীন হওয়ায় দু'আ করে তবে ইহা ঐ ব্যক্তির ন্যায় সুন্নাত বিরোধী বলে গণ্য হবে না যে স্থায়ীভাবে হরহামেশা এরূপ করে। মাজমু ফাতাওয়া খণ্ড ২২/৫১৩ পৃঃ।

পাঠকবৃন্দ ও স্বয়ং আশ্রয় গ্রহণ কারীগণ ইবনু তাইমিয়া (রহ)-এর উক্ত

ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন–

তার উপরোক্ত ভাষায় যে গুলো বিষয় পাওয়া গেলে তার ফাতওয়ার আশ্রয় নেয়া যুক্তি ও বিষয় সঙ্গত হতো ঐ বিষয় ও দিকগুলো ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) তার উক্ত ভাষায় উল্লেখ করেননি।

১। হাত উঠানোর কথা উল্লেখ করেননি।

২। আমীন বলার কথা উল্লেখ করেননি।

৩। جميعا "সম্মিলিতভাবে" শব্দটি তার উপরোক্ত ভাষায় ব্যবহার করেননি। যেখানে ব্যবহার করেছেন সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বিদআত বলেছেন, যেমনটি সামনে অবগত হতে পারবেন।

৪। "নিরবে বা স্বরবে" দুআ করা এটারও উল্লেখ নেই।

উক্ত কিতাবের অন্য এক স্থানে ইমাম মুক্তাদীর ছলাতের পর দুআ করার বৈধতার ব্যাপারে শর্তারোপ করে বলেছেন ঃ

«ولا يجهر به إلا إذا قصد التعليم»

ইমাম প্রকাশ্য শব্দে দুআ করবেনা, তবে যদি মুক্তাদীদেরকে শিখানো উদ্দেশ্য হয়। এ শর্তকে শাফিঈর সাথীবর্গের দিকে সম্পর্কিত করে বলেছেন–

وليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعا ٢٢/٥١٧

দুআ করা শরীয়ত সম্মত এবং ছলাতের পরে কবুল হওয়ার অধিক উপযুক্ত এতটুকুই মাত্র এ ছাড়া তাদের সাথে এর সমর্থনে আর কোন সুন্নাহ নেই। তারা যে দুআর কথা বলে ও প্রমাণ খাড়া করে মূলতঃ এটা শাবীর নিকট ছলাতাভান্তরের দুআ। ২২/৫১৭

ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর নিকট কারণ বশতঃ ইমাম ও মুক্তাদী চুপিসারে কখনও কখনও নিজে নিজে দু'আ করতে পারে। তিনি এই জন্য কখনও কখনও এভাবে দু'আ করার সমর্থন করেছেন কারণ তার নিকট ছলাতের পর কোন দুআই নেই। دبر الصلاة অর্থাৎ ছলাতের পিছনে বা পরে দুআর যে সমস্ত হাদীছ পাওয়া যায় তার নিকট সেই সব দুআ ছলাতের শেষ অংশে সালামের পূর্বের জন্য প্রযোজ্য ও নির্দিষ্ট। কারণ বশতঃ বলতে তিনি যেন এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে ছলাত সমাপ্ত করার পর হঠাৎ কোন প্রয়োজন বা বিপদ ও সমস্যার কথা মনে পড়ে গেলে বা সম্মুখীন হলে, এর জন্য ছলাতের পর দুআ করতে পারে। যদি ছলাতের পূর্বে এ ধরনের কিছু অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তাহলে এর জন্য ছলাতের ভিতরেই শেষ অংশে সালামের পূর্বেই দুআ করবে। এ সম্পর্কে তার

ফাতওয়ার কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন। যেমন এক জায়গায় বলেছেন ঃ

فإن المصلي يناجي ربه فمادام في الصلاة لم ينصرف فانه يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله اما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء وإنما هو موطن ذكر له وثناء - من التهليل والتحميد والتكبير - ٢٢/٥١٨-٥١٩

নিশ্চয় মুছাল্লী যতক্ষণ ছলাতে নিমগ্ন থাকে; সমাপ্ত না করে ততক্ষণ সে তার প্রতিপালকের সাথে মুনাজাতে (গোপন কথোপকথনে) লিপ্ত থাকে। অতএব ঐ অবস্থায় দুআ করা সঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে মুনাজাত থেকে মানুষদের সম্মুখীন হওয়ার সময়টা মুনাজাত ও দুআর সময় বা স্থান নয়। বরং এটা ছলাত ও মুনাজাত করার তাওফীক লাভে ধন্য হয়েছে তাই শুকরিয়া স্বরূপ তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা ও যিকর করবে (যেমনটি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে)। ২২/৫১৮-৫১৯

পাঠকবৃন্দ আমরা প্রথম দিকে পক্ষপাতি ভাইদের আশ্রয়স্থল বা ফাতওয়ার চারটি পয়েন্ট বের করেছিলাম চতুর্থটির ব্যাপারে আলোচনা পেয়েছেন এবার তৃতীয়টির ব্যাপারে দেখুন। ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহঃ) বিতর্কিত দুআ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তার বিস্তারিতভাবে উত্তর দেয়ার পর আবার তার সারাংশ উল্লেখ করতে যেয়ে বলেন ঃ

وبالجملة فهنا شيئان (أحدهما) دعا ء المصلى المنفرد كدعاء المصلي صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات ودعاء المصلى وحده إماماً كان أو مأموما

(والثاني) دعاء الامام والماموم جميعا فهذا الثاني لا ريب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما كان يفعل الاذكار الماثورة عنه إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء كما نقلوا ما هو دون ذلك ٢٢/٥١٧

মোট কথা এখানে দুটি দিক বা অবস্থা রয়েছে ঃ

১। একাকী ছলাত আদায়কারীর দুআ, যেমন ছলাতুল ইসতিখারাহ ও অন্য

কোন ছলাত আদায়কারীর দু'আ। আর মুছল্লীর একাকী দুআ করা চাই ইমাম হোক আর চাই মুক্তাদী হোক (এটা জায়িয)।

২। دعاء الإمام والماموم جميعا ইমাম ও মুক্তাদীর সম্মিলিতরূপ এই দ্বিতীয় অবস্থাটি-সম্পর্কে দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় যে, এভাবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয ছলাতের পর কখনই দুআ করেননি, যেমনভাবে তার থেকে বর্ণিত যিকর সমূহ পাঠ করতেন। কারণ যদি তিনি এভাবে দুআ করতেন তাহলে তাঁর ছাহাবাগণ অবশ্যই তা সংকলণ করতেন অতঃপর তাবিঈগণ অতঃপর উলামাগণ যেমনভাবে এর চেয়ে নিম্ন ও তুচ্ছ পর্যায়ের বিষয় সমূহও সংকলণ করেছেন। ২২/৫১৭

অন্যত্র বলেছেন ঃ

أما دعاء الإمام والمامومين جميعا عقيب الصلاة فهو بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل إنما كان دعاءه في صلب الصلاة مجموع فتاوى ٢٢/٥١٩

ছলাতের পর ইমাম ও মুক্তাদীগণের সম্মিলিতভাবে দুআ করা-ইহা বিদআত, যা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর যুগে ছিলনা। তাঁর দুআ ছিল মূল ছলাতের ভিতরেই। ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ-২২/৫১৯

অতএব ইবনু তাইমিয়া রহঃ এর উক্ত বক্তব্য ولو دعا الإمام والماموم দ্বারা যারা ছলাতের পর প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্মিলিত দুআর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন বা কখনো কখনো এরূপ পদ্ধতিতে দুআর সপক্ষে পেশ করেন তারা মরিচিকা দেখার মত ধোঁকায় পড়ে আছেন।

দ্বিতীয়তঃ ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ মৃঃ ৭৫১ হিঃ)

ছলাতের পর ইমাম ও মুক্তাদীগণের সম্মিলিত দু'আর পক্ষপাতি ও বিপক্ষগণ উভয়ই ইব্নুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর ফাতওয়ার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। উক্ত দুআর সমর্থকগণকে তাদের মতের সমর্থনে তাঁর এই এবারত উদ্ধৃত করতে ও আওড়াতে দেখা যায় ঃ

أن المصلى إذافرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالاذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بماشاء» زاد المعاد ١/٢٥٨

মুছল্লী যখন তার ছলাত শেষ করবে এবং ছলাতের পর পঠিতব্য শরীয়তসম্মত যিকরসমূহ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর যিকর, তাসবী, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে তখন তার জন্য মুস্তাহাব হলো নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ছলাত পাঠ করা অতঃপর ইচ্ছামত দুআ করা। যাদুল মাআদ প্রথম খণ্ড ২৫৮পৃঃ।

পাঠকবৃন্দ ও সম্মিলিত দুআর পক্ষে লড়াইকারীগণ লক্ষ্য করুন-ইবনুল ক্বাইয়িম রহঃ এর উপরোক্ত বক্তব্যে ইমাম মুক্তাদী বা তাদের সম্মিলিত ভাবে দুআ করা এরূপ কোন কথা বা جميعا শব্দ উল্লেখ হয়নি এখানে তিনি একাকী দুআ করার কথা বলতে চেয়েছেন। সম্মিলিত দুআ নয়। তবুও যেহেতু নির্ধারিত যিকর আযকারের পর এই জন্য এই দুআ ছলাতের সংশ্লিষ্ট দুআ دعاء دبر الصلاة বলে গণ্য হবে না। বরং এটি একটি স্বতন্ত্র এবাদত বলে গণ্য হবে (১/২৫৮)।

তিনি বলেন ঃ

ويكون دعاءه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة

তাইতো ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) যেখানে ইমাম মুক্তাদীর সম্মিলিত দুআ প্রসঙ্গে বলেছেন সেখানে তথাকথিত দুআকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিদায়াত বহির্ভুত কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

واما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المامومين فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روى عنه بإسناد صحيح ولا حسن» زاد المعاد ١/٢٥٧

ছলাত থেকে সালাম ফিরার পর কিবলা মুখী কিংবা মুক্তাদীমুখী হয়ে দুআ করা মোটেও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর হিদায়াতের (দিক নির্দেশনার) অন্তর্ভূক্ত বিষয় নয়। আর এমনটি তার থেকে বর্ণিতও হয়নি, না কোন ছহীহ সনদে আর না কোন হাসান সনদে। যাদুল মাআদ ১/২৫৭

ছলাতের পর তথাকথিত সম্মিলিত দুআর বিরুদ্ধে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর বিস্তারিত ও স্পষ্ট বক্তব্য দেখুন তার বিখ্যাত গ্রন্থ ই'লামুল মুআক্কিঈনের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৮ পৃষ্ঠায় এবং অত্র পুস্তকের ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ইবনু তাইমিয়াহ ও ইবনুল কাইয়িম উভয় মনীষীর (রহ) ফাতওয়ার আশ্রয়

নেয়ার সময় ছলাতের পর সম্মিলিত দুআর পক্ষপাতিগণকে লক্ষ্য করা যায় যে তারা উক্ত মনীষীদ্বয়ের অস্পষ্ট বক্তব্যগুলোই শুধু উদ্ধৃত করেন তাদের স্পষ্ট বক্তব্য এবং প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার ধারে কাছেও যায়না, বা খোঁজ করেনা। এটা বড়ই দুখঃজনক আচরণ বরং এটাকে ইলমী আমানতের খিয়ানত বললেও ভুল হবেনা। এধরনের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله» (آل عمران : ٧)

আর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা উহার (কুরআনের) অস্পষ্ট বিষয় বা আয়াতগুলোর অনুসরণ করে ফিতনা ও অপব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে। (আলু-ইমরান ৭)

দ্বাদশতম সংশয় ঃ

আবেদন ক্রমে ছলাতের পর সম্মিলিত দুআ ও কোন ওয়াক্তে এ পদ্ধতিতে দুআ করা ও কোন ওয়াক্তে ছাড়া।

ক) অনেকেই ছলাতের পর সম্মিলিত দুআকে বিদআত বলে থাকে যদি প্রতি ছলাতের পর নিয়মিত করা হয়, কোন ওয়াক্তেও বাদ দেয়া না হয়। কিন্তু যদি কোন ওয়াক্তে করা হয় এবং কোন ওয়াক্তে ছাড়া হয় তবে এতে কোন অসুবিধা নেই। উপরোক্ত ফায়সালাও দলীল শূন্য ও মনগড়া। কারণ এর জন্য এমন একটি বা একাধিক দলীল প্রয়োজন যার দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছলাতের পর কখনও মুক্তাদী ছাহাবীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে দুআ করতেন এবং কখনও ছাড়তেন। বরং এরূপ পাওয়া তো দূরের কথা তাঁর জীবদ্দশায় তিনি ৩০ হাজার ওয়াক্ত ছলাত আদায় করেছেন বলে বুখারীর ভাষ্যকার ক্বাসত্বালানী সহ অনেকে উল্লেখ করেছেন অথচ, এত ওয়াক্ত ছলাতের একটি ওয়াক্তেও তিনি ছলাতের পর সম্মিলিত দুআ করেছেন বলে একটি দলীলও পাওয়া যায় না। ছহীহ তো দুরের কথা যঈফ মাওযূও নয়।

(খ) অনেকেই ছলাতের পর সম্মিলিত দুআকে বিদআত বলার পর একটি ফুন্দীর মাধ্যমে সেটাকে সাব্যস্ত করে বলেন যে, কেউ কোন সমস্যার কারণে ইমাম বা মুক্তাদীদের নিকট দুআ চাইলে ছলাতের পর সম্মিলিতভাবে ইমাম মুক্তাদীগণ দুআ করতে পারবে। এরূপ কথাও দলীল শূন্য এবং নিছক কেয়াস

ভিত্তিক। এরূপ দুআর নাম দেয়া হয় ফরমায়েশী দুআ।

এখানে প্রশ্ন আসবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে কি রোগব্যাধি, আপদ-বিপদ ও সমস্যা-সঙ্কট কিছুই ছিলনা? যদি থেকে থাকে তবে কোন ছাহাবী ফরয ছলাতের পর এভাবে নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট দুআ চেয়েছিলেন এবং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাহাবাদেরকে নিয়ে ছলাতের পর সম্মিলিতভাবে দুআ করেছেন এরূপ একটি প্রমাণ কি এর প্রবক্তাগণ আদৌ উপস্থিত করতে পারবেন? এরূপ কোন হাদীছ পাওয়া যায়না বরং এটিও একটি মনগড়া রূপ। এধরনের ফতওয়ার মাধ্যমে দেখা যাবে প্রত্যেক ওয়াক্তে সম্মিলিত ভাবে দুআ বিদ্যমান থাকবেই। কারণ এই পথ খোলা থাকলে প্রত্যেক ওয়াক্তেই এমন আবেদনকারী থাকবেই।

জুমু'আর দিনে এভাবে দু'আ

অনেক মসজিদে এ সম্মিলিত দু'আর প্রচলন পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতে উঠে গেলেও জুমুআর ছলাতবাদে উপরোক্ত কোন অজুহাতে নিয়মিত করা হয়। ইহাও দলীল শূন্য ফলে একই কারণে বিদ'আত বলেই গণ্য হবে।

চতুর্দশতম সংশয়
সংখ্যাগরিষ্টতার সংশয়

অনেক আলিম ও জাহিল বলে থাকেন যে, ছলাতের পর সম্মিলিত দুআ যদি বিদআত হয় তাহলে কোটি কোটি মানুষ ও লক্ষ লক্ষ আলিম ছলাতের পর এভাবে দুআ করে কেন? তারা কি কুরআন হাদীস বুঝেনা। সুন্নাত ও বিদ'আত চিনেনা?

কেউ কেউ এরূপও বলেন যে– অমুক অমুক এত বড় আলিম যারা মৃত্যু বরণ করেছেন তারাও ছলাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত করতেন এবং যারা আছেন তারও করছেন। তারা কি কুরআন-হাদীছ ও সুন্নাত-বিদআত বুঝেন না?

১। যেহেতু ভারতবর্ষের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ও আলিম এটা করছে অতএব কুরআনী ব্যাকরণ অনুযায়ী ইহা বাত্বিল ও বিদআতী কাজ। কারণ দ্বন্দকৃত বিষয়ে বাত্বিল বা হক বুঝতে ব্যর্থ নাহকদের সংখ্যাই সর্বদা বেশী থাকবে। আল্লাহ বলেন ঃ

بل أكثرهم لا يعلمون الحق وهم معرضون

বরং তাদের অধিকাংশই হক বা সঠিকটা জানেনা আর তাই তারা উহা থেকে বিমুখ হয়। (আল-আম্বিয়া ২৪)

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত ও দলীল এসেছে।

(২) যেখান থেকে পরিপূর্ণ ইসলামের সূচনা ও বিকাশ এবং যে সব অঞ্চল ও ভূখণ্ডের লোকেরা ভারত বর্ষ বাসীদের অনেক পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন তথা মক্কা, মদীনা, কুয়েত, মিছর, বাহরাইন, আরব আমিরাত, আলজিরিয়া, জর্ডান ইত্যাদি দেশের লোকেরা ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ করেন না। বরং তারা এস্থলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত দু'আ ও যিকরগুলো একাকী পাঠ করেন। তাহলে কি তারা সম্মিলিত দু'আ না করে ভুল করছেন। কারা ভুল ও কারা শুদ্ধ হতে পারে একটু বিবেক থাকলেই বুঝা যাবে।

(৩) সত্যিকার অর্থে যারা বড় বড় আলিম, তারা কোন যুগে কোথাও ছলাতের পর এ সম্মিলিত দু'আ করেননি। যে সমস্ত আলিম ছলাতের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করার পক্ষপাতি তারা ইলমের মাপকাঠিতে বড় আলিম নন বরং মূর্খ ও সাধারণ সমাজের আবেগ, ভক্তি ও ভোটের মাধ্যমে বড় আলিম।

যে সমস্ত বড় বড় আলিম ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর সুন্নাত বিরোধী বা বিদ'আত বলেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা দেয়া হলো যাদের একজনের মতও কোন আলিম বাংলাদেশে নেই এমনকি ভারত বর্ষের অন্যান্য দেশেও নেই বললেই চলে।

১। ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ মৃত্যু ৭২৮ হিঃ) বিশাল বিশাল বহু কিতাব প্রণেতা।

২। ইবনু ক্বায়ইম (রহঃ মৃত্যু ৭৫১ হিঃ) যাদুল মাআদ ও ইলামের লেখক।

৩। আল্লামাহ শাত্বী (রহঃ)।

৪। আল্লামাহ ত্বীবী (রহঃ)

৫। মুহাম্মাদ ইয়াকুব ফিরোযাবাদী (রহঃ)।

৬। শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)।

৭। আল্লামাহ আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ)।

৮। তিরমিযীর ভাষ্যকার আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহঃ)।

৯। আবূ দাউদের শরাহ বাযুলুল মাজহুদের লিখক খলীল আহমাদ সাহারান পুরী (রহঃ)।

১০। তুহফাতুল আহওয়াযীর লেখক আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)।

১১। মিশকাতের ভাষ্য মিরকাতুল মাফাতীহ এর লেখক উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)।

১২। মুফতী শফী (রহঃ)।

১৩। ইউসুফ বিন্নুওরী

১৪। মঞ্জুর আহমাদ নূমানী

১৫। সাইয়েদ আবুল আলা মাওদূদী (রহঃ)

১৬। মুফতী মুহাম্মাদ ফায়জুল্লাহ (রহঃ)

১৭। সৌদী আরবের সাবেক মুফতী প্রধান শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)।

১৮। মুহাদ্দিছ আল্লামাহ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

১৯। মসজিদুল হারাম (মক্কার মসজিদের) সমস্ত ইমাম ও খতীবগণ।

২০। মসজিদে নববীর (মদীনার মসজিদের) সমস্ত ইমাম ও খতীবগণ।

২১। সৌদী আরবের বর্তমান প্রধান মুফতী ও বহু বছর যাবৎ আরাফাত ময়দান ও মক্কার ঈদের জামা'আতের ইমাম ও খতীব আল্লামাহ আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ।

২২। সৌদী আরবের বড় ওলামা পরিষদ ও একমাত্র ফাতাওয়া বোর্ডের মুফতীবৃন্দ হাফিযাহুমুল্লাহ।

ভারত বর্ষের বর্তমান যুগের স্বনামধন্য অনেক আলিম যেমন–

২৩। আবুল হাসান নাদভী

২৪। আল্লামাহ মুখতার আহমাদ নাদভী

২৫। হাফিয আইনুল বারী আলিয়াভী

২৬। আব্দুল হামীদ রহমানী (মারকায আবুল কালাম)

২৭। ছালাহুদ্দীন মাকবূল (আরবী ভাষায় বহু গবেষণা ধর্মীগ্রন্থ প্রণেতা)

২৮। ছফিউর রহমান মুবারাকপুরী (আররাহীকুল মাখতূমের গ্রন্থকার)

২৯। আব্দুল মাতীন সালাফী

৩০। আল্লামা বাদীউদ্দীন (পাকিস্তান)

৩১। আব্দুল্লাহ নাছির রহমানী (পাকিস্তান)

৩২। নেপালের সবচেয়ে বড় আলিম আল্লামা আব্দুর রউফ ঝাণ্ডানগরী ও

৩৩। সৌদি আরব ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও

নেপালে নিযুক্ত সৌদি আরবের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা ছহীহ ইলমধারী মুবাল্লিগবৃন্দ।

৩৪। আব্দুল আযীয নূরিস্তানী (পাকিস্তান)

৩৫। আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ প্রতিবাদে বই লিখেছেন)

৩৬। মাওলানা মুহীউদ্দীন (সম্পাদক, মাসিক মদীনা)

৩৭। ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব

৩৮। বিশিষ্ট মুনাযির আঃ রউফ খুলনা

৩৯। কামালুদ্দীন জাফরী (তিনি সম্প্রতি কাঁটাবন জামে মসজিদ থেকে এই বিদআত উৎখাত করেছেন।

৪০। দেলওয়ার হোসেন সাঈদী (বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বক্তা হিসেবে প্রসিদ্ধ)

৪১। আবূ শাফীক রিযাউল্লাহ–(তিনি এ বিষয়ে চমৎকার লিখা লিখেছেন)

৪২। আব্দুছ সামাদ সালাফী (মাবউছ সৌদি আরব ধর্ম মন্ত্রণালয়)

উপরোক্ত (বিশেষভাবে ৩১ পর্যন্ত) আলিমগণের সমকক্ষ একজন আলিমও বাংলাদেশে নেই বিশেষভাবে উক্ত দু'আর পক্ষপাতিদের মধ্যে। ভারত পাকিস্তানেও অতি বিরল। বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় দেশের যে লক্ষ লক্ষ আলিমদেরকে তথাকথিত ছলাতের পর দলবদ্ধ দু'আর পক্ষপাতি ও সমর্থক গণ্য করা হয় এদের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী জন কুরআন হাদীছ বুঝা তো দূরের কথা হরকত ছাড়া আরবী কুরআন হাদীছের রিডিং পড়ারও ক্ষমতা রাখে না। আবার যারা রিডিং পড়তে পারে ও অর্থ বুঝে তাদের ভিতর শতকরা ৮০/৯০ ভাগেরও বেশী জন সুন্নাত বিদ'আত ও তাওহীদ শির্ক সম্যক ও সুক্ষভাবে চিনে না, এমনকি ইসলামী বিষয়ে পি এইচ ডি (ডক্টরেট) ডিগ্রীধারী ও পির-মোর্শিদদের ব্যাপ্যারও তাই। যার জন্যই আমাদের দেশে আমল আকীদার ব্যাপারে নৈরাশ্যজনক বিভিন্নতা ও তারতম্য দেখা যায়।

এর কারণ ভারত বর্ষের কোন শিক্ষা কেন্দ্র ও মাদ্রাসাতেই উক্ত বিষয়ে তেমন লেখা পড়া হয় না। এর উপর কোন সাবজেক্ট নেই বললেই চলে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সুন্নাত বিদআত সুক্ষ্মভাবে পার্থক্য করার মত সূত্র ও মৌলনীতি সম্বলিত কোন বই আমাদের জানা মতে প্রকাশিত হয়নি। তবে সাদামাটাভাবে প্রচলিত মোটা মোটা বিদআতগুলো চিহ্নিত করার জন্য অনেকেই বই লিখেছেন। যাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীম উল্লেখযোগ্য।

নিরপেক্ষ পাঠক আপনার সাধারণ বিবেক দিয়ে পূর্বোল্লিখিত আলিমগণের সাথে আপনার আশেপাশের হুজুর ও মৌলভীদেরকে তুলনা করে সিদ্ধান্ত নিবেন।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী, যে বিদ'আত ভারত বর্ষের সর্বত্র সমানভাবে

ছড়িয়ে ছিল আজ মক্কা মদীনার সাথে ব্যাপক যোগাযোগের কারণে এবং ইলমের জড়তা ও সংকীর্ণতা কিছুটা হলেও দূরিভূত হওয়ার ফলে অনেক জায়গা, মসজিদ ও প্রতিষ্ঠান এ বিদআত থেকে মুক্ত হয়েছে। **এমনকি বড় ও নামকরা স্থান ও প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এ বিদ'আত উৎখাত হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হলো ঃ**

১। ভারত বর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবান্দ মাদ্রাসা ও মসজিদ থেকে এ বিদ'আত উৎখাত হয়েছে।

২। ভারতের মধ্যে আহলে হাদীছদের সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা জামিআহ সালাফিয়াহ বেনারস থেকে উৎখাত হয়েছে।

৩। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ ইসলামী প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাসা ও মসজিদ থেকে এই বিদ'আত উৎখাত হয়েছে।

৪। ঢাকায় যে মসজিদে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সমাগম বেশী হয় সেই মসজিদ অর্থাৎ কাকরাইল মসজিদ থেকে এই বিদ'আত উৎখাত হয়েছে।

৫। ভারত বর্ষের ভিতর সবচেয়ে বৃহৎ লোক সমাবেশ; টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমায় তিন দিনে প্রায় ১৫ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা হয় একটি ওয়াক্তেও ছালাতের পর তথাকথিত সম্মিলিত দু'আ করা হয় না। হ্যাঁ তবে শেষ দিন সকাল ৮/৯ টার সময় আখিরী মুনাজাত নামে সম্মিলিত ভাবে লম্বা চওড়া দু'আ করা হয়। আল্লাহ তাদেরকে ইহা সহ আরো অন্যান্য বিদ'আত ও ভুল ভ্রান্তি উৎখাত ও শুধরানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

৬। পাকিস্তানের সকল আহলে হাদীস দল তাদের সকল মসজিদ থেকে এই বিদআত উৎখাত করে ফেলেছে।

৭। ইন্ডিয়ার আহলে হাদীসগণ প্রায় সকল মসজিদ ও প্রতিষ্ঠান থেকে ইহাকে উৎখাত করে ফেলেছে। কদাচ কোথাও থাকলে থাকতে পারে। ৯৪ইং সনে ভারতে বেড়াতে যেয়ে যেখানে যেখানে গিয়েছি কোথাও দেখিনি। এমনকি গ্রাম-অঞ্চলেও। ভারত থেকে নেপালেও গিয়েছিলাম সেখানেও এই বিদআত অবিদ্যমান পেয়েছি।

৮। বাংলাদেশের আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ, আহলে হাদীস যুব সংঘ ও আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম এই তিন দল উক্ত বিদআত উতখাৎ করেছে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কতিপয় আলেম ও ব্যক্তিবর্গ বাদে বাকীরা এখনও এই বিদ'আত চালু রাখার পক্ষে পুরাতন অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে এবং মরিচিকার ন্যায় কিছু অস্পষ্ট দুর্বল দলীলের ভিত্তিতে লড়াই করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করুন আমীন।

৯। বাংলাদেশের রাজশাহী শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত আহলে হাদীছদের বিরাট প্রতিষ্ঠান আল মারকাযুল ইসলামী আসসালাফী মাদরাসাহ ও মসজিদ থেকে এই বিদ'আত উৎখাত হয়ে গেছে।

১০। ঢাকা শহরে অবস্থিত আহলে হাদীছদের কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াহ থেকে উৎখাত হওয়ার উপক্রম। সম্পূর্ণ উৎখাতের পথে দু'একজন নিছক পুরানা প্রথাধারী বাধা হয়ে রয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে উদারতা ও গবেষণামূলক ইল্‌ম দান করুন। আমীন।

১১। খুলনা শহরে হানাফী মাযহাবের বড় মসজিদ (হেলাতলা জামে মসজিদ) থেকে এ বিদআত উৎখাত হয়েছে।

১২। ইদানিং কামালুদ্দীন জাফরী সাহেব ও আবুল কালাম আজাদ সাহেব উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় কাঁটাবন জামে মসজিদ থেকে এই বিদআত উৎখাত হয়েছে।

এ ছাড়াও আরো শত শত মসজিদ থেকে উৎখাত হয়েছে। আশা করা যায় আরো হাজার হাজার মসজিদ থেকে উঠে যাবে। তবে অধিকাংশ মসজিদ ও প্রতিষ্ঠান থেকে উঠবে না। কারণ বাত্বিলের সংখ্যা সর্বদা বেশী থাকবেই। এটা আল্লাহ কর্তৃক অবধারিত চিরসত্য।

১৫ নং সংশয় (ত্রিশ হাদীছের সংশয়)

ছালাতের পর তথাকথিত সম্মিলিত দু'আর পক্ষপাতি মৌলানাদের ভিতর কিছু বড় বড় মৌলানা এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে কেউ ৩০ টি কেউ ৩৫টি হাদীছ বের করেছেন এবং সাধারণ সমাজের নিকট গাল ভরে বুক ফুলিয়ে অহংকারের সাথে বলে বেড়ান কে বললো হাত তুলে দু'আ করার হাদীছ নেই? ৩০/৩৫টি হাদীছ আছে। মূলতঃ এ হাদীছগুলোর সন্ধান দাতা ইবনু হাজার ও নূবী (রহঃ), সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীও এরূপ ৩০টি হাদীছের কথা উল্লেখ করেছেন তার নাযলুল আবরার গ্রন্থে। ঐ মৌলানাদের অনুরূপ ৩০/৩৫ কেন এক শত মত হাদীছ এসেছে হাত উঠিয়ে দু'আ করার সমর্থনে। একশত হাদীছের রিফারেন্স দেখুন ঃ

১। জুয্‌উ রফউল ইয়াদাইন ফিদ্দুআ, মুনযিরী, একশত হাদীছ।

২। জুয্‌উ রফউল ইয়াদাইন ফিদদু'আ সুয়ূত্বী, একশত হাদীছ।

৩। ফায্‌যুল বিআ ফী আহাদীছি রফউল ইয়াদাইনি ফিদ্দুআ, সুয়ূত্বী ৫৯টি হাদীছ। ৪৭টি মাওছূল ৯টি মুরসাল ৩টি মাউকুফ।

৪। নায্‌মুল মুতানাছির মিনাল হাদীছিল মুতাওয়াতির, কাত্তানী একশত হাদীছ ১১৩ পৃষ্ঠা।

৫। আদ্দুআ-অমান্‌যিলাতুহু মিনাল আকীদাহ আল-ইসলামিয়াহ প্রথম খণ্ড ২১১ পৃষ্ঠা।

৬। ছালাছু রাসায়িল ফিদ্দুআ বাদাছ ছালাত। তাহকীক আবূ গুদ্দাহ আব্দুল ফাত্তাহ্। ৮০টি হাদীছ।

কিন্তু বিতর্কিত পয়েন্ট ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আর কথা এ একশত হাদীছের মধ্যে একটিতেও উল্লেখ হয়নি। বরং এসব হাদীছ দ্বারা হাত তুলে দু'আ করার গুরুত্ব ও ফযীলত সাব্যস্ত হয় এই মাত্র। **কেউ বলতে পারেন এ সব হাদীছ অনুযায়ী ছলাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করলে কি অসুবিধা আছে?** হ্যাঁ এসমস্ত হাদীছ অনুযায়ী ছলাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করাতে কোন অসুবিধা ছিল না যদি নবী (ﷺ) থেকে ছালাতের সালাম ফিরার পর কি করতে হবে এটা বর্ণনা না করতেন। কিন্তু যেহেতু নবী (ﷺ) ছলাতের পর কি করতে ও বলতে হবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন তাই ঐ সব হাদীছের প্রতি এস্থলে আমল করলে বিরাট অসুবিধা আছে, আর তা হলো এই যে, ঐ আম হাদীছ গুলোর উপর আমল করতে গেলে, নবী (ﷺ) ছলাতের পর খাছভাবে যা করতে ও বলতে বলেছেন তা বাদপড়ে যায়। যার মাধ্যমে নবী (ﷺ)-এর বিপরীত ও বিরোধিতা করা সাব্যস্ত হয়। আর নবীর বিপরীত ও বিরোধিতা করা কি নিষিদ্ধ ও অবৈধ নয়?

একটি প্রশ্নের জওয়াব

ফরয ছলাতের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করা যাবে না বুঝা গেল তবে অন্য কোন অবস্থা ও উপলক্ষে এরূপ দু'আ করা যাবে কিনা? এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ﷺ) ও ছাহাবাগণের যুগে আমল ও ইবাদতগত যে সমস্ত অবস্থা উপলক্ষ নির্দিষ্ট ছিল যার ফলে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ঘটত অথচ সে সব অবস্থা ও উপলক্ষের আগে বা পরে রাসূল (ﷺ) সম্মিলিতভাবে দু'আ করেননি তার অনুসরণে আমরাও করিনা করবনা কিংবা তিনি সে স্থলে পালনের জন্য কোন দু'আ বা ব্যবস্থা দিলে সেটাই পালন করবো এর বিপরীত কিছু করব না। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছলাতের পর, দুই ঈদের ছলাত ও খুৎবাহর পর, আযানের পর। মাইয়িত দাফনের আগে বা পরে মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময়। ছলাতের ভিতর বিভিন্ন অবস্থায় দু'আকালে খাওয়ার পূর্বে ও পরে ইত্যাদি জায়গায় ও অবস্থায় সম্মিলিত দু'আ করা যাবে না।

কিন্তু যে সমস্ত অবস্থা ও পরিস্থিতি নবী (ﷺ)-এর যুগে নির্দিষ্ট ছিল না ও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হতনা যেমন বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ, ভয়-ভীতিতে আক্রান্ত হলে বা

বিশেষ কোন নেয়ামতের শুকরিয়া, কারো জন্য দু'আ বা বদদু'আকালে কেউ কোন সমস্যায় পড়ে দু'আ চাইলে। সে সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে প্রয়োজনবোধে শর্তসাপেক্ষে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা যাবে।

শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। রুটিন বাধার মত নিয়মিত করা চলবে না।

২। এর জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা চলবে না।

৩। নির্দিষ্ট পন্থা-পদ্ধতি সংযোজন করা চলবে না।

ইমাম শাত্বী (রহঃ) বলেন ঃ

لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الإجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات للامر يحدث عن قحط أو خوف من ملم لكان جائزا لانه على الشرط المذكور إذ لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الا نضمام ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الإستسقاء بهيئه الإجتماع وهو يخطب وكما انه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع لكن في الفرط وفي بعض الأحايين كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقتا بعينه وكيفية بعينها» الاعتصام-(ص ٢/٣٠)

অর্থ ঃ যদি ধরে নেয়া যায় যে, মসজিদের ইমামগণ কর্তৃক কোন কোন সময় অনাবৃষ্টি ও শত্রুর ভয় এর কারণ বশতঃ সম্মিলিত ভাবে দু'আ করা হয় তবে তা বৈধ হবে কেননা ইহা উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী রয়েছে। কারণ, এটা এমন ভাবে সংঘটিত হয় নাই যে, কোন ইবাদতের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর না এটা নির্ধারিত রীতিতে পরিণত হচ্ছে যাকে বিভিন্ন জামাতে কায়িম করা হচ্ছে এবং এর জন্য বিভিন্ন মসজিদে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। এটা ঠিক ঐরূপ যেমন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওযা সাল্লাম খুৎবাহর ভিতর ইস্তিস্কার জন্য দলবদ্ধভাবে দু'আ করেছে এমনকি কখনো কখনো ও কদাচিত ছলাতের পর ব্যতীত দলবদ্ধভাবে দু'আ করেছেন। অন্যান্য মুস্তাহাব পালন করার মত যার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করা হয় না ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। আল-ইতিছাম দ্বিতীয় খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠা।

সম্মিলিত রূপটা হচ্ছে এই ধরনের যে, দলের একজন দু'আ করবে বাকীরা আমীন আমীন বলবে আবার এমনও রূপ পাওয়া যায় যে, সবায় দু'আ করবে। আমীন বলার মাধ্যমে শরীক হওয়ার কথাই প্রায় সমস্ত হাদীছে পাওয়া যায়, হাত উঠানোর

কথা খুব কম পাওয়া যায়। অতএব যেহেতু শুধু আমীন আমীন বলার মাধ্যমে সম্মিলিত দু'আর দলীল বেশী পাওয়া যায় সুতরাং এভাবেই বেশী করা উচিত। আর হাত উঠিয়ে দু'আ করা একাকী অবস্থার জন্য স্বাধীনতা রয়েছে।

অনেক হাদীছে আদম সন্তানের কোন কোন দু'আয় ফিরিশতাদের আমীন আমীন বলার মাধ্যমে শরীক ও সম্মিলিত হওয়ার কথা পাওয়া যায়।

দলীল ঃ

سمع أبو الدرداء رسول الله يقول : إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : آمين ولك بمثل "رواه مسلم رقم ٢٧٣٢ وأبو داؤد: ١٥٣٤ص ٢/١٨٦

আবূ দ্দারদা (রাঃ) নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি যখন অদৃশ্য হতে তার ভাই এর জন্য দু'আ করে তখন ফিরিশতারা বলে– আমীন, তোমার জন্য এরূপ হোক। মুসলিম হাঃ নং ২৭৩২, আবূ দাউদ হাঃ নং ১৫৩৪, পৃঃ ২/১৮৬

আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون"رواه مسلم رقم: ٩١٩ وأبو داؤد: ٣١١٥ والترمذى: ٩٧٧ والنسائي ١٨٢٦ وإبن ماجه: ١٤٤٧ ،١٥٩٨–

উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (ﷺ) বলেছেন যখন তোমরা কোন মাইয়েতের নিকট উপস্থিত হবে তখন ভাল কথা (দু'আ) বলবে কারণ তোমরা যা বল (দু'আ কর) তাতে ফিরিশতাগণ আমীন আমীন বলতে থাকেন। (মুসলিম হাঃ নং ৯১৯, আবূ দাউদ ৩১১৫, তিরমিযী ৯৭৭, নাসাঈ ১৮২৬, ইবনু মাজাহ ১৪৪৭ ও ১৫৯৮)

অনির্দিষ্ট অবস্থা ও পরিস্থিতিতে হাত উঠিয়ে বা না উঠিয়ে সম্মিলিত দু'আর ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট হাদীছটি এই ঃ

عن أبي هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهرى وكان مستجابا انه امر على جيش فدرب الدروب فلما لقي العدو قال للناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله ثم إنه حمد الله وأثنى عليه وقال: اللهم احقن دمائنا و اجعل أجورنا أجور

الشهداء فبيناهم على ذالك إذ نزل الهنباط أمير العدو فدخل على حبيب سرادقه رواه الطبرانى ، مجمع الزوائد ١٠/١٧٠

আবূ হুবাইরা হাবীব বিন মাসলামাহ আল ফিহবী থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি (হাবীব) এমন ব্যক্তি ছিলেন যে, তার দু'আ গৃহীত হতো। তাকে এক যুদ্ধের সেনাপতি করে প্রেরণ করা হয়। রাস্তাঘাট অতিক্রম করে এক পর্যায়ে শত্রু সম্মুখীন হলে তিনি লোকদেরকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি এক সমষ্টি লোক একত্রিত হয়ে তাদের কেউ দু'আ করলে এবং বাকীরা আমীন আমীন বললে আল্লাহ তাদের দু'আ কবূল করেন।

অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনা করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ তুমি আমাদের রক্ত রক্ষা কর এবং আমাদেরকে শহীদদের ছাওয়াব দান কর। তারা এভাবে দু'আয় রত ছিলেন এর ভিতরেই শত্রু পক্ষের সেনাপতি আত্মসমর্পণ করে এবং তার ঘরের আঙ্গিনা বা উঠানে প্রবেশ করে। ত্বরানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১০/১৭০ পৃঃ)

আলোচ্য বিষয়ে মুহতারাম মাওলানা আলীমুদ্দীন সাহেব তাঁর কিতাবুদ দু'আ গ্রন্থে বেশ কিছু আছার একত্রিত করেছেন তার কিছু (অর্থাৎ যে অংশ বিশেষের উপর উদ্ধৃতি অনুযায়ী তার সাথে একমত হতে পেরেছি) এখানে উল্লেখ করলাম ঃ

সাহাবী নু'মান ইবনু মুকার্‌রিন (রাঃ) যুদ্ধের ব্যূহে পতাকা হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় বললেন,

* وانى داع الله بدعوة فأقسمت على كل امرئ منكم لما أمّن عليها

আমি আল্লাহর নিকট একটি দু'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করবো। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার কসম দেওয়া রইল যেন আমার দু'আয় আমীন বল, তিনি ঐ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় এবং তাঁর নিজের জন্য শাহাদাতের দু'আ করেছিলেন। উক্ত হাদীসটি বিখ্যাত ফকীহ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর শাগরেদ কাযী আবূ ইউসুফ তাঁর লিখিত কিতাবুল খারাজের ৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত। তা ছিল হিজরীর ১৯ সনের আমীরুল মু'মেনীন ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত আমলের ঘটনা। নাহাওয়ান্দ পারস্য প্রদেশের একটি এলাকা। ঐ যুদ্ধে সাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। মু'জামুল বুলদান। (৮ম খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ)

আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মুসলেমীন আলী (রাঃ) নেহরোওয়ান যুদ্ধের পর খারেজীদের দলপতির লাশ পাওয়া যাওয়ায় হাত উঠিয়ে দু'আ করেছিলেন।

সমবেত সাহাবা তাবেঈন সকলে হাত উঠিয়ে দু'আয় শরীক হন। তারীখে বাগদাদের ৭ম খণ্ডে ঐ ঘটনার উল্লেখ হয়েছে।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) একদা এক ঘটনার জন্য কেবলামুখী হয়ে দু'আ করেন এবং অন্যান্য লোকেরা ঐ দু'আয় আমীন আমীন বলেন। তা ছিল হিজরীর ৫৩ সনের ঘটনা। যে সময় মু'আভিয়ার পক্ষ হতে যিয়াদ ইবনু আবীহকে হিজাজের প্রশাসক নিযুক্ত করার কথা প্রচারিত হয়। ঐ সময় যাতে হেজাজে তার আধিপত্য না হয় এই নিয়ে দু'আ করেন। অতঃপর যিয়াদ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ঃ

ওয়াজ নসীহতের শেষে হাত উঠিয়ে দু'আ করা এবং উপস্থিত মণ্ডলী ঐ দু'আয় আমীন বলা তাবেঈগণ হতে প্রমাণিত।*

হাসান বাসরী (রহঃ মৃত্যু ১১০ হিঃ)

ওয়াজের মজলিশে হাত উঠিয়ে দু'আ করেন এবং উপস্থিতবর্গরা আমীন আমীন বলেন, এটা হাসান বাসরী হতে অতি উত্তম সনদে তাবাকাত ইবনু সা'দে বর্ণিত।*

ইবনু সা'দ আফ্ফান ইবনু মুসলিম হতে তিনি ইয়াযীদ ইবনু ইবরাহীম তুসতারী হতে (যিনি) হাসান বাসরীর শাগরেদগণের মধ্যে নির্ভরযোগ্য রাবী, তাকে খাঁটি স্বর্ণ বলে আখ্যায়িত করা হতো, তিনি হাসান বাসরী হতে এবং মুতাররিফ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু শিখ্খীর, 'আলা ইবনু যিয়াদ ইত্যাদি বড় বড় মনিষীগণ হাসান বাসরী দু'আ করলে তারা আমীন আমীন বলতেন। হাসান বাসরী জীবনী তাবাকাত ইবনু সা'দ দ্রষ্টব্য।

তাবে'ঈদের মধ্যে যুহদ ও 'ইবাদাতে মাশহুর মালেক ইবনু দীনার (মৃত্যু ১৩০ হিঃ)-এর নিকট একজন লোক এসে বললো ঃ আমার স্ত্রীর সন্তান প্রসবে কষ্ট হচ্ছে আপনি দু'আ করুন তিনি হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন উপস্থিত মণ্ডলীরা ঐ দু'আয় শরীক হলেন। কিছুক্ষণ পর সংবাদ এলো ঐ মহিলার পুত্র সন্তান হয়েছে। এটা তাঁর জীবনীতে বিশ্বস্তসূত্রে বর্ণিত। (কিতাবুদ দু'আ ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলিত আল আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে নবজাত শিশুর জন্য আমিন বলার মাধ্যমে সম্মিলিত দু'আর একটি হাদীছ এসেছে ঃ

عن معاوية بن قرة قال لما ولد لى إياس دعوت نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا، فقلت : إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم

فيما دعوتم، وإني إن دعوت بدعاء فآمنوا، قال: فدعوت له بدعاء كثير فى دينه وعقله وكذا قال: فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ" قال المحدث الألبانى صحيح الإسناد مقطوعا ـ صحيح الأدب المفرد رقم الحديث ١٢٥٥/٩٥٠ص ٤٨٥

মুআবিয়াহ বিন কুররাহ (তাবিঈ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন আমার ছেলে ইয়াস জন্ম গ্রহণ করে তখন আমি নবী (ﷺ)-এর কতিপয় ছাহাবীকে নিমন্ত্রণ করলাম এবং তাদেরকে পানাহার করালাম। পানাহার শেষে তারা দু'আ করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনারা যে দু'আ করলেন আল্লাহ আপনাদের সে দু'আয় বরকত দিন। আর আমি যে দু'আ করবো সে দু'আয় আপনারা আমীন আমীন বলবেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তার (ইয়াসের) জন্য অনেক দু'আ করলাম, তার দীন ধার্মিকতা ও বিবেক বুদ্ধির ব্যাপারে। আর তিনি এরূপও বলেছেন যে, আমি সেদিন তার ব্যাপারে যে দু'আ করেছিলাম তার সুফল বুঝতে পারছি।

শাইখ আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে ছহীহ সনদ বিশিষ্ট মাক্বতূ হাদীছ* বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ছহীহুল আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৯৫০/১২৫৫ পৃঃ ৪৮৫।

* যে হাদীসের সনদের ধারা তাবিঈ পর্যন্ত ক্ষান্ত তাকে মাক্বতূ হাদীছ বলে।

কারো উপর বদ দু'আ করার জন্য আমীন আমীন বলার মাধ্যমে সম্মিলিত দু'আ করা যায়। এর সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীছটি (আছার) দলীল ঃ

عن سالم بن أبي الجعد قال: كنا مع ابن الحنفية في الشعب فسمع رجلا ينتقص عثمان وعنده إبن عباس فقال يا إبن عباس! هل سمعت أمير المؤمنين عشية سمع الضجة من قبل المربد فبعث فلان بن فلان فقال : إذهب فانظر ما هذا الصوت؟ فجاء فقال : هذه عائشة تلعن قتلة عثمان في السهل والجبل

সালিম বিন আবুল জা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা দুই পাহাড়ের মাঝে একটি জায়গায় ইবনুল হানাফিয়ার সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে উছমান (রাঃ)-এর দুর্নাম করতে শুনলেন। তার নিকট ইবনু আব্বাসও ছিলেন; অতঃপর তিনি

---

*ওয়াজ মাহফিলে সতন্ত্রভাবে শুধু দু'আর পর্ব রাখা যাবে না যেমনটি প্রচলিত নিয়মে দেখা যায়। বরং প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যের শেষ অংশ হবে দু'আ এবং এর মাধ্যমেই সমাপ্ত করতে হবে।

বললেন, হে ইবনু আব্বাস আপনি কি শুনেছেন আমীরুল মু'মিনীন যে, সন্ধ্যায় মিরবাদের দিক থেকে একটি হৈ চৈ শুনেছিলেন। অতঃপর অমুকের পুত্র অমুককে এই বলে পাঠিয়েছিলেন যে, দেখতো ইহা কিসের শব্দ। তিনি ফিরে এসে বললেন, তিনি আয়িশা; উছমান (রাঃ)-কে হত্যাকারীদের প্রতি অভিসম্পাতের দু'আ করছেন এবং লোকেরা সকলে আমীন আমীন বলছে। এতদ শ্রবণে আলী (রাঃ) বললেন, আমিও উছমান হত্যাকারীদের প্রতি অভিস্পাত করি সমতলে থাকুক আর পর্বতে থাকুক। দেখুন ইবনু আসাকির তারীখু দিমাস্ক পৃঃ ৪৭৬, ইমাম আহমাদ সংকলিত ফাযায়িলুছ ছহাবাহ ১/৪৫৫, ও তাহক্বীক মাওয়াক্বিফুছ ছহাবাহ ফিল ফিতনা ২/২০।

শেষোক্ত কিতাবের গবেষণাকারী বলেছেন, এ আছারটির সনদ ছহীহ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছলাতের পর সহ আরো এ ধরনের নির্দিষ্ট ও সময় বাঁধা সচরাচর পালনীয় ইবাদাত ব্যতীত অনির্দিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা ও পরিস্থিতিতে পূর্বোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা যাবে চাই হাত উঠিয়ে, চাই হাত না উঠিয়ে। কিন্তু ফরয ছলাতের পর ইমাম-মুক্তাদীর প্রচলিত নিয়মে সম্মিলিত এ দু'আর কোনই দলীল নেই এবং এখানে এ অবস্থায় দু'আর সুযোগও নেই। যেমনটি ইতিপূর্বে পাঠক মহোদয়ের উদ্দেশ্যে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অতএব ছলাতের পর সম্মিলিত দু'আ বিদ'আত এটাই সঠিক ফায়সালা।

তবে এই বিদ'আতে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে বিশেষ পর্যায় ও অবস্থা ছাড়া বিদ'আতী বলা যাবে না এবং তার পিছনে ছলাত আদায় করা অশুদ্ধ বলা যাবে না।

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،

سبحانك، اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ـ

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ

রচনা ও সংকলন

১। ছহীহ্ হজ্জ ওমরাহ ও যিয়ারত নির্দেশিকা– (প্রকাশিত)
২। রামাযানের ফযীলত ও আমল– (অপ্রকাশিত)
৩। যাকাত (অপ্রকাশিত)
৪। কালিমার ব্যাখ্যা (অপ্রকাশিত)
৫। ইসরা মেরাজ মুসলিম জাতির উন্নতির সোপান (আহলে হাদীস দর্পণে প্রকাশিত)
৬। কুরআন ও হাদীছের মানদণ্ডে মীলাদুন্নবী (আহলে হাদীস দর্পণে প্রকাশিত)
৭। শবে বরাত সমাধান (প্রকাশিত)
৮। তাবলীগে দীন উম্মতের উপর মহান দায়িত্ব (অপ্রকাশিত)
৯। আকীদাহর দু'টি রুকন– আল্লাহ ও রাসূল (অপ্রকাশিত)
১০। বিদ'আত ও তার অশুভ পরিণতি (অপ্রকাশিত)
১১। নবী (ছাঃ)-এর কবর হেফাযতের ৪০ দিনে যা দেখেছি ও শুনেছি (অপ্রকাশিত)
১২। নবী (ছাঃ)-এর ওযীফা বনাব পীর মুর্শিদদের ওযীফা (অপ্রকাশিত)
১৩। আল্লাহ কোথায়- এর জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) (অপ্রকাশিত)

অনূদিত গ্রন্থ সমূহ

১৪। সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দু'আ ও যিকরসমূহ (প্রকাশিত)
১৫। সলাতের পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকর (প্রকাশিত)
১৬। দু'আর আদব, শর্তাবলী ও উহার অবস্থা ও সময় (প্রকাশিত)
১৭। মুসলিম বোনের সাথে কিছু সংলাপ (প্রকাশিত)
১৮। পর্দা আত্মমর্যাদা বোধের প্রতীক (প্রকাশিত)
১৯। ছলাত সকল কল্যাণের চাবিকাঠি (প্রকাশিত)
২০। সুদ ও নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় সমূহ (প্রকাশিত)
২১। বান্দার সাথে আল্লাহর থাকার ব্যাখ্যা (প্রকাশিত)
২২। অসীলাহর মর্ম ও বিধান (প্রকাশিত)
২৩। যাকাত বিষয়ক যুগ্ম পুস্তিকা (প্রকাশিত)
২৪। তাবিজ কবজের বিধান (প্রকাশিত)
২৫। সুফীবাদ ও পীরতন্ত্রের মৌলিক শিক্ষা ও নীতিমালা (অপ্রকাশিত)
২৬। প্রশ্নোত্তরে ধর্ম বিশ্বাস (প্রকাশিত)
২৭। সলাত পরিত্যাগ করার বিধান (প্রকাশিত)
২৮। বিরুদ্ধাচরণ দমন

২৯। রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছলাত আদায় পদ্ধতি, আলবানী (যুগ্ম অনুবাদ ও সম্পাদনা)

সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

৩০। তিনটি মৌলনীতি
৩১। প্রত্যেক মুসলমানের যা জানা ওয়াজিব
৩২। রোযা বিষয়ক পুস্তিকা
৩৩। ইসলামে সঙ্গীত, ছবি ও প্রতিকৃতির বিধান
৩৪। নবী (ছাঃ)-এর ছলাত পদ্ধতি
৩৫। ইসলাম ভঙ্গের কারণ সমূহ (তাওজিহাত কিতাব হতে)
৩৬। সহীহ্ খুৎবায়ে মুহাম্মাদী (যুগ্ম সম্পাদনা)
৩৭। নারীদের ফাতাওয়া

আরবী গ্রন্থ সমূহ

৩৮। فضائل وأعمال رمضان

৩৯। مسئلة < أين الله > عند الإمام أبي حنيفة

৪০। سماحة القرأن في إباحة الإستمتاع بمتع الحياة الدنيا

৪১। شعر حسان في الدفاع عن الإسلام

৪২। أحكام الفعل والفاعل (আরবী গ্রামার)

এছাড়াও আক্বীদা ও ইসলামী দিক নির্দেশনার উপর শতাধিক অডিও ক্যাসেট যার মধ্যে অনেকগুলো এখন বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে।
এবং কিছু এন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে–

هي إتخاذ الأسباب والأساليب التي يتمكن بها الداعي من إثبات الحق وليس من الحكمة السكوت عنه ومجانبة الخوض فيه، بل قد تعتبر مثل هذه الحكمة غباوة-

استوجبتني هذه الحالة أن أكتب في المسألة وفق ما تقتضيه، فأوردت في بداية الكتاب زبدة الكلام في الموضوع بأسلوب موجز ومقنع - إن شاء الله - بحيث يتضح الحق، ثم أوردت الأدلة والشبهات التي تجعل الناس يلتبس عليهم الحق، ونقضتها واحدا واحدا وهي بمجموعها ست عشرة شبهة،

والذي أثبت في الرسالة أن الدعاء الجماعي عقب الصلوات المكتوبة برفع اليدين لم ترد بها السنة ولا أعمال سلف الأمة وعلى هذا فهي بدعة من البدع التي رفعت بسببها عدة سنن، كما نص عليها كثير من العلماء كشيخ الإسلام إبن تيمية - رحمه الله - أما الدعاء برفع اليدين أو بغير رفعهما منفردا في غير أعقاب الصلوات المكتوبة فهو ثابت بإستثناء بعض الحالات، وهكذا الدعاء الجماعي في غير أعقاب الصلوات جائز في بعض الحالات بالشروط التي نقلتها من كتاب الإعتصام للشاطبي - رحمه الله - استنباطا من بعض متونه (صـ ٢/٣٠)

وسميت الكتاب : **«الدعاء الجماعي عقب الصلوات بين الجهالة والشبهات»**

نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لمعرفة الحق فيما اختلفنا فيه ويهدينا إلى سواء السبيل -

ويجاوز عن أخطائنا ويغفرلنا ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه -

المؤلف

أكرم الزمان بن عبد السلام

مقدمة

الحمد لله الهادى إلى الصراط المستقيم والموفق للسير على طريق جنات النعيم لمن أراد أن يستقيم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وأقام الحجة ، فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلاهالك

وعلى آله وأصحابه الذين هم خيرالورى، ومن سارعلى نهجه إلى قيام الساعة بالاقتفاء أما بعد:

فإن مسألة الدعاء الجماعي برفع اليدين عقب الصلوات المكتوبة فقد بلغ أمرها سيل الزبى في بلادنا بنغلاديش خاصة وفي بلادشبه القارة الهندية عامة، وكثر واشتد الكلام حولها ردًا وتأئيداً، غلواً وتقصيرا، فبعضهم يقولون ردا على هذا الفعل: لايجوز الدعاء برفع اليدين لاجماعيًا ولا انفراداً ولاعقب الصلوات المكتوبة ولا في غير أعقابها، إلا في دعاء الإستسقاء، وبعضهم يبدعون من يفعل ذلك بل وقد يخرجونهم عن دائرة الإسلام، وهم القلة، بينما يقول مخالفوهم : أن الدعاء جماعيًا برفع اليدين عقب الصلوات وغيرأعقابها مشروع بل سنة حتمية، يعادى ويعتدى على من يتركها، بل يعدونهم أعداء السنة والمستكبرين عن دعاء رب العزة

وينكر كل فريق منهما الصلاة خلف الآخر أو يكرهون في أقل الحالة – إلا من رحم الله منهم-

فرأيت المسألة ولو كانت في حقيقتها صغيرة وأهون بالنسبة إلى المخالفات الشرعية الكثيرة إلا أنها في صورتها المتواجدة أصبحت أخطر من كثير من الأمور الإعتقادية والأصولية، لأنها تحول دون نشر العقيدة وأصول الدين، كما جربت من واقع الساحة الدعوية،

فإنه لو يعلم المؤيدون أن فلانا لا يعمل الدعاء الجماعي عقب الصلاة لا يسمحون له بالإمامة مهما كان أهلا لها وكذلك لا يسمحون له بإلقاء الخطبة والمحاضرة سواء كانت في العقيدة وأصول الدين أو غيرها، وكذلك العكس إلا قليلا ونادرا يكون على خلاف ذلك، ويوجد هناك فريق آخر وهم مجموعة من المتساهلين ليسوا إلى هؤلا ولا إلى هؤلاء بل يسكتون في المسألة بحجة الحكمة، مع أن الحكمة

سنة الطبع : رمضان ١٤٢١هـ . الموافق ٢٠٠٠ م

حقوق الطبع محفوظة لدى المؤلف

الناشر :

مكتبة التوحيد

دكا بنغلاديش،

هاتف : ٧١١٢٧٦٢

يطلب : من المؤلف، أترا، دكا، بنغلاديش

هاتف : ٨٩٢٠٩٣٥

مكتبة دار السلام، بالرياض

الدعاء الجماعي عقب الصلوات

بين الجهالة والشبهات

اللغة البنغالية

تأليف وتحقيق : **أكرم الزمان بن عبد السلام**

خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سنة الطبع : رمضان ١٤٢١هـ . الموافق ٢٠٠٠ م

حقوق الطبع محفوظة لدى المؤلف

الناشر : **التوحيد للطباعة والنشر**

دكا بنغلاديش، هاتف : ٧١١٢٧٦٢

يطلب : من المؤلف، أترا، دكا، بنغلاديش

هاتف : ٨٩٢٠٩٣٥

مكتبة دار السلام، بالرياض